জয়শ্রী

প্রতিষ্ঠাত্রী-সম্পাদিকা । লীলা রায়

৮৯ বর্ষ | অনলাইন সংখ্যা
অগ্রহায়ণ - পৌষ ১৪৩২

WWW.JAYASREEPATRIKA.NET

জয়শ্রী
প্রতিষ্ঠাত্রী-সম্পাদিকা । লীলা রায়

সামাজিক-সাংস্কৃতিক মাসিক পত্রিকা
৮৯ বর্ষ । অনলাইন সংখ্যা
বৈশাখ - জ্যৈষ্ঠ ১৮৩৩
SOCIO-CULTURAL BENGALI MONTHLY
APRIL - MAY 2026
ESTD. 1930

CONTENTS | সূচিপত্র

সম্পাদকীয়
সুভাষচন্দ্র বসু – নেতাজী – ভগবানজী সংশয়- নিঃসংশয় 03

Terror backlash after Operation Sindoor- the Red Fort Car blast 07
Dr. Shankar Kumar Chatterjee

ব্রহ্মবান্ধব-একাধারে বৈদান্তিক সন্ন্যাসী ও অগ্নিপুরুষ 11
বিচারক শান্তনু রায়

চিরন্তনের তীর্থযাত্রী 13
দিলীপকুমার রায়

প্রচ্ছদ
কৃত্রিম - বুদ্ধিমত্তা দ্বারা তৈরি আলোকচিত্র

সম্পাদকীয় - পর্ষদ

শ্রী বিজয় কুমার নাগ, সম্পাদক
শ্রী রবীন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী

অন্যান্য: ডা: শংকর কুমার চ্যাটার্জি, কার্যনির্বাহী সম্পাদক (জয়শ্রী অনলাইন)
শ্রী রজত চক্রবর্তী, ড. সংঘমিত্রা দত্ত, শ্রী চিত্তরঞ্জন দাস, অভিনব বোস, রৌনক চক্রবর্তী

সি ৫৩ পঞ্চসায়র, পোস্ট অফিস: পঞ্চসায়র, কলকাতা - ৭০০০৯৪ | C 53 Panchasayar, P.O.Panchasayar, Kolkata 700094

Email: editorial@jayasreepatrika.net | jayasreepatrikaonline@gmail.com | tech@jayasreepatrika.net

সম্পাদকীয়

সুভাষচন্দ্র বসু – নেতাজী – ভগবানজী সংশয়- নিঃসংশয়

আমাদের জীবনে এটি একটি ঘটনা। যে ঘটনার বিস্তৃতি প্রায় চার দশকের। বিষয়টি নিয়ে এভাবে প্রত্যক্ষ প্রতিবেদনের প্রয়োজন হবে ভাবিনি। কিন্তু সম্প্রতি যে-সব ঘটনা ঘটছে যে আলাপ-আলোচনা চলছে তার প্রেক্ষিতে কিছু নিবেদন, কিছু উদ্‌ঘাটন জরুরি হয়ে পড়েছে। আমার এ বক্তব্য কোনো কিছুকে প্রতিপন্ন করতে নয়। প্রত্যক্ষদর্শী এবং সেই বিরাট কর্মকান্ডের সঙ্গে যৎসামান্য প্রত্যক্ষ যে সংযোগ তারই সুবাদে এই প্রতিবেদন। আমাদের সংঘ-জননী বিপ্লবী দেশনেত্রী লীলা রায়ের স্নেহলালিত বলেও এক মহাজীবনের অপ্রত্যাশিত স্নেহ-আশীর্বাদ লাভের সুযোগ ঘটেছিল। তার মর্মকথাটি বলা দরকার। 'জয়শ্রী'তে কখনোই এ বিষয়ে স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ আলোচনা হয়নি। গত পৌষ ১৪১০ সংখ্যায় সম্পাদকীয়তে প্রসঙ্গটির ইতিবৃত্ত কিছুটা প্রকাশ করা হয়েছে। নেতাজীর তথাকথিত বিমানদুর্ঘটনা ও তথাকথিত মৃত্যু রহস্য উন্মোচনের জন্য মাননীয় বিচারপতি মনোজকুমার মুখার্জীর নেতৃত্বে যে তদন্ত কমিশন গঠিত হয়েছে তাতে যাঁরা deponent রয়েছেন, আমি তাঁদের মধ্যে নেই। কিন্তু ভগবানজী বা গুমনামী বাবার প্রসঙ্গে আমাকে সাক্ষ্য দিতে কমিশন থেকে আহ্বান করা হয়েছিল। দীর্ঘ সময়ের সে সাক্ষ্য কমিশনে লিপিবদ্ধ হয়েছে। বিপ্লবী দেশনেত্রী লীলা রায় ও সুভাষচন্দ্র নেতাজী সন্ন্যাসী Leader-এর সংযোগ ১৯৬৩ সাল থেকে তাঁর অজ্ঞান অবস্থার পূর্ব পর্যন্ত এবং তার পরও র অনুগামী-অনুসারীদের সে যোগসূত্র অক্ষুণ্ণ ছিল। বিপ্লবী দেশনেত্রীর অবর্তমানে সে দায়িত্ব পালনের নেতৃত্ব দিয়েছেন বিপ্লবী সুনীল দাস। তাঁরা কোনো সময়ই বিষয়টি লোক সমক্ষে প্রত্যক্ষভাবে প্রচার করেননি। কারণ তাঁকে নিয়ে এই আলোচনা তাঁর ছিল বিধি নিষেধ। সেই হুকুমও কঠিনতরভাবে পালিত হয়েছে। নৈমিষারণ্য বা নিমসার এবং পরবর্তীকালে বিভিন্ন অঞ্চলে যে সন্ন্যাসী অবস্থান করেছেন তাঁকে সুভাষচন্দ্র নেতাজী ভিন্ন দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তি বলে এঁরা মনে করেননি। নেতার নির্দেশ পালন করে তা তাঁরা প্রকাশ করেননি। মুখার্জী কমিশন, ফৈজাবাদের ট্রেজারি থেকে যে কাগজপত্র পেয়েছেন তাতে তাঁরা এই যোগাযোগের গভীরতা দেখেছেন।

আমি সুভাষচন্দ্রকে দেখিনি। কিন্তু বাল্যবয়স থেকে তাঁর সম্পর্কে গভীর আকর্ষণ ও তাঁর জীবনের নানা ঘটনাবলী সম্পর্কে এতটাই ওয়াকিবহাল যে তিনি আমার কাছে সদা প্রত্যক্ষ। কিন্তু কথা সেটা নয় সন্ন্যাসী ভগবানজী বা মহাকাল আমাদের বৈঠকে যেসব কথা বলেছেন- যাকে সুভাষচন্দ্র- নেতাজীর জীবনের যোগসূত্রটিকেই ব্যক্ত করে এই ব্যক্তিত্ব কোনো বিচ্ছিন্ন সত্তা নয়- তাঁর এই পূর্বাশ্রমের বহু প্রসঙ্গ তিনি অত্যন্ত স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আমাদের বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে প্রকাশ করেছেন যা লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করছি। বৈঠকের তারিখ ও সময় যেমন লিপিবদ্ধ হয়েছে সেই অনুযায়ী উল্লেখ থাকছে।

পুরানী বস্তি। ২৯.৯.১৯৭১, সন্ধ্যা ৭-৪০ মিনিট সোমবার।

'এতদিন তোমরা জানতে রায় বাহাদুর অমুকের ছেলে, অমুক জননীর ছেলে, মা জননীর সুবি তোমাদের কিছু। তারপর জানলে দেশবন্ধুর magic wand ঘুরিয়ে দেবার ফলে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ঢুকে পড়ল। তা ছাড়াও হয়ত দু-দশজন লোক হঠাৎ জেনে ফেলেছে এ সবাইকে লুকিয়ে সাধনা করে। আবার হঠাৎ কেউ জেনেছে দু-চারজন তান্ত্রিক ওর সাথে দেখা করে পরামর্শ দেয়। তারপর বিদেশে গেছে, তারপর একটি Govt-এর Supreme Command। তার পর মরে গেছে বা অদৃশ্য হয়েছে। তারপর জানলে সে জ্যান্ত ও মরেনি। এখনও অনেকে দেখেছে জ্যান্ত।...

২. অক্টোবর ১৯৭৬, শনিবার, নবমী, স্থান পুরানী বস্তি।

...এদিকের বীজটা দৌলতপুর যাওয়ার জন্য হয়ে গেল ওখানে গিয়েই এই পর্দার আড়ালে কী আছে, এরকম ac-tivity আছে জানতে পারলুম। নিয়ে গিয়েছিলেন মাস্টার মশাই। তখন আমার মাথা এদিকটায় ভোঁতা ছিল। Magazine-এ লেখা, ইত্যাদি সবই আমাকে করতে হত। আর Prof. Oaten ছিলেন এই magazine-এর Chief। লাইব্রেরিতে ঢোকা এবং বেরুনো এরই মধ্যে ঘটনা হয়ে গেছে। রাতের অন্ধকারে অত্যন্ত প্রণম্যা পূজ্যা ঘটনা জানালেন এবং বলে পাঠালেন এই ব্যাপার হয়েছে 'সুভাষ যেন বাঁচায়।' প্রথম শুনে মুখ থেকে বেরিয়েছিল- সে কি? ছেলেমানুষ তো ছিলুম, ভালো বল মন্দ বল তখন একটা আদর্শ ছিল। 'সুভাষ কে বলিস্ ওকে যেন বাঁচায়'-সেই যে আমার মুখ বন্ধ হল আর কেউ খোলাতে পারল না। পরমপূজ্য স্যার আশুতোষ তাঁকে বার বার প্রণাম করি, তিনি বার বার চেষ্টা করেছিলেন আমি কিছু বলি। কিন্তু immature মনে বার বার ধ্বনিত হচ্ছিল 'আমার ছেলেকে বাঁচা'- সুতরাং একচুপ আর হাজার চুপ। মহাভারতে পড়েছিলুম যেখানে সত্য কথা বললে মহা অনিষ্ট হবে, কারো প্রাণ যাবে সেখানে মিথ্যা না বললেও সত্য বললে সর্বনাশ হচ্ছে তথা মুখ বন্ধ করে থাকবে। Keep quiet। যদি কোনোদিন হঠাৎ উদ্দাম স্রোত বয় তা হলে চুপি চুপি লিখে দেব তিনি কে ছিলেন। সুভাষ তো ফেঁসে

গেল আর একদিন তিনিই মা জননীর কাছে কেঁদে বললেন। 'বাবা একেবারে ক্ষেপে গেলেন।... "অমন ক্ষেপা তিনি

কোনোদিন ক্ষেপেননি। 'আমাকে বলতে কি হয়েছিল?' উনি জানতেন এর মুখ দিয়ে কিছু বের হবে না। 'আমাকে বললে তো কিছু হত না, আমি আকাশ-পাতাল এক করে দিতুম, আমি যেতুম স্যার আশুতোষের কাছে, চুপি চুপি বলতুম।"... (১৫ অক্টোবর ১৯৭৫, একাদশী)।

২৭ জানুয়ারি ১৯৭৭ বৃহস্পতিবার, বেলা ১টা

'বর্তমান রূপরেখায় এভাবে দেখাসাক্ষাতের সুযোগ আর নেই। এই স্মৃতি অনেক। এর পরে যে রূপরেখা আছে তাতে টেনেটুনে থেকে যাও, তোমাদের লোকসান না করে।' আর বোধহয় এ ধরনের বৈঠকের সুযোগ হবে না। তাই টেনেটুনে থেকে যাও, তোমাদের লোকসান না করে।'

'আমাদের সময়ের যে ঠাকুর্দার থলে, ঠাকুরমার ঝুলি, জাপানী রূপকথা, পারস্যের রূপকথা, উদাসীন রাজকুমারীর কথা, আরব্য উপন্যাস- চাই।'

'বর্তমান Where abouts কোথাও ব্যক্ত হবে না। নির্দেশ ছাড়া লেখাগুলি লিখে যাবে।'

'কেউ কি নিজের হৃদয়ের উপর রাগ করতে পারে? তোমরা তো আমার হৃৎপিণ্ডের component আজও।'

"অনিলবাবুর পরে শ্রীযুক্তা রায় মৃতভূতের (Dead Ghost) এই জীবনে Mrs Roy, Lee, কেমন করে হল Lee কাকে বলে জানেন কি? আমি নিজে মিথ্যে বলিনে এই যে Lee বলে ডাক, জানেন কি কেন? জাহাজের যেদিক থেকে তীব্র হাওয়া বা জলের ঝাপটা লাগছে তা থেকে বাঁচবার জন্য Lee খোঁজা হয়।... আমার বর্তমান পরিস্থিতিতে আরকরে দাঁড়াবার জন্য Lee দাঁড়িয়ে আছে, Lee Ward রয়েছে আমার সামনে।'...

'মধ্যে মধ্যে তোমার মধ্যে থেকে এমন কতকগুলি মানসিক gesture বের হয় মনে হয় সমস্ত হৃদয়খানিই তোমার মধ্যে রেখে দিই।'

'আমি হারিয়ে যাচ্ছি তোমরা কথা বলতে থাকো নইলে আমি ডুবে যাচ্ছি, ঝটপট কথা বলো আমাকে ধরে রাখো।' "(ভগবানজী সমাধিমগ্ন হতে চলেছিলেন, তাই জাগতিক বন্ধনে তাঁকে আবদ্ধ রাখতে ঐ নির্দেশ)"

১৬.১০.১৯৭০ শুক্রবার রাত ৮টা, পুরানী বস্তি।

"তোমরা আমাকে অতীতের জের টেনে বর্তমানের সঙ্গে মেশাতে চাও, এজন্যই আমাকে ভুল বোঝ। অবশ্য অতীতেও আমার লক্ষ্য সম্বন্ধে কোনো ভ্রান্তি ছিল না যদিও জীবনের উপলব্ধি দ্বিতীয় জীবনে হয়েছে।"

তখন আমি একটা গন্ডির মধ্যে, সীমিত আবেষ্টনের মধ্যে ছিলাম। তা সত্ত্বেও অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একেবারে সাফ পরিষ্কার Programme-এর জ্ঞান ছিল। অতীতের বর্তমানের এবং ভবিষ্যতের কী সম্বন্ধিত রূপ, আমার জীবনের লক্ষ্য, আমার জীবনের কোন্ কোন্ জিনিসের সমাবেশ হওয়ার অবিসম্ভাবিতাও আমি জানতুম, এও জানতুম আমাকে আমার নিজেকে জানতে হবে, mankind-কে জানতে হবে, পৃথিবীকে জানতে হবে। নইলে আমার জীবন যেজন্য সেটা পুরণ করতে সহায়ক হবে না। সংকীর্ণ আবেষ্টনের মধ্যে তোমাদের আকর্ষণের গণ্ডির মধ্যে থাকাকালেও জানতাম আমাকে আগামীকালের দ্রষ্টা ও নির্দেশক হতে হবে। এই মানব জীবনের এই পৃথিবীর, দেশের ও জাতের ক্রমোন্নতির যে বিধি নির্দিষ্ট Laws দ্বারা con-trolled এবং চালিত, এবং সেই Law-টিকে জানতেই হবে এবং আমি জানবই এটা আমি তখনই জানতাম। এবং সেই দেশ, জাতি, মনুষ্যজাতি এবং World-এর progress, অগ্রগতির কারণ যে Laws দ্বারা চালিত এবং regulated সেই Laws আমাকে জেনে দেশ জাতি mankind-কে চালাতে হবে। এই যে লক্ষ্য, এই যে ধ্যেয়, এই আদর্শ এবং এই যে কর্ম এ জিনিস একটা বিরাট জাতিকে নিয়ে মিলিয়ে করেছি। প্রথম এটি ক্রিয়মাণ হবে through India। তারপর ধীরে step by step অকুণ্ঠ অবিচলিত এবং অজেয় গতিতে এটা ছড়িয়ে পড়বে দিক দিগন্তে।

Even then I was convinced of my mission and the idea for which I took this path। ভুল আমার তখনও ছিল না এখনো নেই।

Khosla Commission

.... সুনীলকে (সুনীল দাস) বুঝিয়ে বলে দেবে, সে যেন ৫জন MP-কে দিয়ে এই enquiry-কে bye Lane চলতে না দেয়। তিনি বেঁচে আছেন অথবা মরে গেছেন সেটা enquiry-র প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য নয়। প্রথম এ প্রধান উদ্দেশ্য তাঁর মৃত্যু সম্বন্ধে যত report বেরিয়েছে তার সম্পর্কে সুক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার করা ও তার মধ্যে যদি কোনো সারবস্তু থাকে তা গ্রহণ ও বর্জন করা।

Two Factors

1) Plane Crash at Taipeh
2) না, Submarine-এ চলে গেছেন।

১. ক) No যাঁরা বলছেন তাঁদের উপর ভার পড়বে তা প্রমাণ করা। এ কথা যাঁরা বলবেন তাঁদের prime করে দেওয়া দরকার অন্যদের ভাঁওতায় আপনারা আসবেন না।

খ) Taipeh-তে যে Crash হয়নি তা তাঁরা বলে দেবেন। কাগজপত্র যেখানে যেখানে স্তুপ করে ভরা রয়েছে তা দেখতেই তো ৩ মাস লাগবে।

গ) এখন তো p-form নেই। সত্যনারায়ণবাবুকে ডেকে বলে দিতে হবে, আপনার লিখিত দলিল সত্ত্বেও এঁরা অত্যন্ত বেহদ্ বেতমিজের ব্যবহার করেছেন। ওঁর Taipeh Chapter টিতেযা যা লিখেছেন, সে সব প্রমাণিত করে ওঁর নিজের সততা জগতের সামনে তুলে ধরা প্রমাণ করা লাভও বটে ধর্ম-কর্তব্যও বটে। সুতরাং Commission যখন যাবে তার মাসখানেক পূর্বেই তিনি যেন চলে যান ও Old Contact-দের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। এইটেই enquiry-র উদ্দেশ্য। যদি প্রমাণিত হয় কোনো crash হয়নি তাহলে খোঁজ হবে আগে চলো, এবং এই খোঁজ প্রমাণিত করবে তাঁর মৃত্যু হয়েছে, এই এই প্রমাণ রয়েছে। আর মৃত্যু হয়েছে তার পক্ষে যদি প্রমাণ উপস্থিত করা না যায় তবে তার অর্থ জীবিত।

ঘ) যদি Submarine-এ গিয়ে থাকেন, এই source এ মৃত্যু অথবা জীবিত থাকার source রহস্যাবৃত্ত থেকে যাবে।
এই হল কমিশনের উদ্দেশ্য।

India- boundary-র ভিতর তাকাবার tendency-টাই যেন কমিশনের মাথায় না ঢোকে। Un-obtrusively এই কমিশনের গতিবিধি সেই দিকে চালিত করতে হবে। ৫১জন নিয়ে তো advisory and assiting commit-tee হল। কাকে assist করছেন? Indira-কে? খোসলার হাত Indira-রই হাত। খোসলার আঙুল ইন্দিরারই আঙুল। কাজেই ইন্দিরার কলমই খোসলা ধরেছেন।

১২.১০.১৯৭০ রাত ৮টা ২০ মিনিট।

Mongolia – বৈকাল হ্রদ- অনেকবার শুনে শুনে খেয়াল হয়নি। হঠাৎ একদিন শুনলুম (Dead Ghost শুনল)

মহাকাল স্তোত্র। এটা twisted হয়ে গেছে।

১৪.১০.১৯৭০ লক্ষ্মীপূজা, রাত ৮-২০ মিনিট।

আমি কচিৎ কখনো নিজের পিঠে যাই। আমি তো শ্রীশ্রী সারদা পীঠের কিনা! বস্তি।

১৬.১০.১৯৭২ সোমবার ৮-৩০ মিনিট রাত। পুরানী বস্তি।

....ঠাকুরের কথামৃত এও তো নাগালের বাইরে করে দিলে। তাঁর কথামৃতের বর্তমান যে রূপ এটা তো গেল। ম'লিখিত ৫ খণ্ড অনেক পুরনো বাড়িতে পাওয়া যায় খুঁজে বের করতে পার? (কথামৃত সে সময় অর্থাৎ ১৯৭২ সালে যে সংস্করণ পাওয়া যেত তার মুদ্রক ছিল লোকসেবক প্রেস, মূল আদি সংস্করণ থেকে তা নানা অংশ বিচ্যুত, যাঁর এইসব গ্রন্থ গভীর অভিনিবেশ সহকারে পাঠ তিনি এই ভুলে ভরা, নানা অংশ বাদ দেওয়া সংস্করণ বরদাস্ত করতে পারতেন পৌষ-মাঘ ১৪২৭

না। পুরানো ৫০/৬০ বছর পূর্বের সংস্করণ সংগ্রহ করে দেওয়া হয়।)

২৮.১০.১৯৭৪ সোমবার রাত ৯-১৫ মিনিট।

...শরৎ গ্রন্থাবলী chapter and verse উড়ে গেছে। Celebrated genunine-দের লেখা edit করা আমার দুচক্ষের বিষ।

(এম. সি. সরকার থেকে প্রকাশিত শরৎ গ্রন্থাবলী তাঁকে দেওয়া হয়েছিল, সব ফেরত পাঠিয়েছিলেন, এই ধরণের পরিচ্ছেদ ও অংশ বাদ দেওয়া মুদ্রণে। তাঁর কাছে perfec-tion হচ্ছে মূল কথা)

২৩.১০.১৯৭৪ মহাষ্টমী, বুধবার রাত ১০টা।

...ভালোবাসা, প্রেম, স্নেহ এ যে কী জিনিস, এর সত্য মর্ম সেই জানে যে এসব থেকে নির্বাসিত। তোমরা কিবুঝবে 'এ বোঝা' তোমাদের বোঝা সম্ভব নয়। (ভগবানজী হাউ হাউ করে কেঁদে ফেললেন বলতে বলতে) আমি যে বাঙালি, তার পর আবার মহান।

১০.১০.১৯৭০ বিজয়া দশমী, রাত ১০-১০ মিনিট।

....এটা সত্য কথা আমি কাউকে ভালোবাসি না, আমি ভালোবাসতে জানিই নে। শুধু একটি হিসেব মনে রেখে চলছি...এ জীবনে একটা জিনিসের উপরই আমার নজর রাখতে হবে যে কী আমি দিতে পারিনি। কী আমি পাইনি এর হিসেব রাখা আমার এ জীবনের কাজ নয়। আমার এ জীবনের কাজ হল, কী আমি পেয়েছি, কী আমি দিতে পারিনি এখনো; ব্যস ছুটি।

ভগবানজীর সঙ্গে যাঁদের যোগাযোগ হয়েছিল। যাঁরা পশ্চিমবঙ্গ থেকে তাঁর দর্শনে যেতেন এবং যাঁরা আজ প্রয়াত তাঁদের মধ্যে উল্লেখ্য: বিপ্লবী লীলা রায়, মহারাজা ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী, সুরেশচন্দ্র বসু, সুনীল দাস, সমর গুহ, ডা. পবিত্রমোহন রায়, আশুতোষ কালী, শৈল সেন, অনিল দাস, কবিরাজ কমলাকান্ত ঘোষ, সন্তোষ ভট্টাচার্য, শৈলেন্দ্র সুন্দর দাস। এছাড়া স্থানীয় ও অন্যান্য অঞ্চল থেকে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি যোগাযোগ রাখতেন যার পরিচয় নিশ্চয়ই কমিশনে প্রাপ্ত কাগজপত্রাদিতে রয়েছে। যোগাযোগ ছিল আনন্দময়ী মা, স্বামী অসীমানন্দ সরস্বতী প্রমুখদেরও।

এই প্রতিবেদনের উপান্তে এসে বলা যায় সুভাষচন্দ্রের অতীত জীবনের যে সব ঘটনা এবং ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের নানা উল্লেখ এখানে দেওয়া হল তার পরিপ্রেক্ষিতে সংশয়দীর্ণ ব্যক্তিরা নিঃসংশয়ের ভূমিতে পদার্পণ করবেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ঈশ্বর উপলব্ধি ও দর্শনের সঙ্গে সুভাষচন্দ্র নেতাজী-ভগবানজীর অভিন্নতা হয়তো বা তুলনীয়। বুদ্ধি বিচার বিশ্লেষণের উর্ধ্বে এক বোধময় পরম অনুভব।

সংযোজন ও প্রাসঙ্গিক কথা।

ক. বিপ্লবী সুনীল দাসের সঙ্গে সুভাষচন্দ্র-নেতাজী-ভগবানজীর সাক্ষাৎকারে লিপিবদ্ধ।

১৯.১০.৬৫ (৭) মাষ্টারমশাইয়ের influence আমার

ওপর সব চাইতে বেশি কেন জান? বেণীবাবুই আমার জীবনের মোড় ফেরান। concentration প্রকৃতিকে দেখা, প্রকৃতিকে ভালোবাসা তার থেকে শক্তি সংগ্রহ করা। (এই সময় ভগবানজী বেণীমাধব দাসের একটি ফোটো চেয়ে পাঠান এবং সে সময় তাঁর কন্যা বিপ্লবী বীণা ভৌমিক (দাস)-এর কাছ থেকে বেণীমাধববাবুর ফটো এনে তাঁর কাছে পাঠানো হয়। যতদূর মনে পড়ে ফৈজাবাদ থেকে কমিশন সে ফটোগুলি এনেছেন)।

Bosom friend যদি বল হেমন্ত। বাড়ির লোক ও অনেকেই চটে যেত। বাবা-মা-র একটা ফটো দেখেছি কোন্ বইতে যেন। বাবা ছড়ি হাতে। যদি non breakable glass-এ বাঁধিয়ে পাঠাতে পার কৃতজ্ঞ থাকব। (ছবি, পবিত্রকুমার ঘোষ প্রণীত সুভাষচন্দ্র ১ম খণ্ডে ছিল, নির্দেশমতো ফোটো বাঁধিয়ে পাঠানো হয়েছিল, সে ফোটোও ফৈজাবাদ থেকে কমিশন এনেছেন বলে শুনেছি)।

২. ২০.১০.১৯৭৭।

Lee একবার লিখেছিলেন The vocabulary you use, you cannot change and this vocabulary would lead to your identifica-tion.

যে words, idiom যে concordance আপনি ব্যবহার করেন কোনো বাঙালি তা করে না। আমি লিখলুম এর diametrically opposite com-position পড়ে ২০/২৫ পাতা লিখে পাঠাতে পারেন? তখন দেখব আমি change করতে পারি কিনা।

২৩.১০.৭৭ বেলা ১০টা।

একথা শেষ কথা বলছি সে কারুর দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভর কোনো দিন করে নাই, করবেও না, সে যখন আসবে তখন এমনিই আসবে সেজন্য কারোর সম্মতি, অনুমতি এ সব দরকার হবে না। ঝড়ের মতো আসবে সে।

২.১০.৮৪ রাত্রি ৯-৩০টা।

ছেলেবেলা থেকে অভ্যাস কষ্ট হলেই দাঁতে দাঁত চেপে থাকতুম। একবার জার্মান ডাক্তার এসে বললেন, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি আপনি কষ্ট চাপেন কেন। আঃ উঃ তো করুন relief পাবেন।...

খ. বিপ্লবী দেশনেত্রী লীলা রায় কর্তৃক ভগবানজীর নিকট প্রেরিত হন অনিল দাস (ডাক নাম রেণু), লীলা রায়ের ভাইপো সুধীরচন্দ্র নাগ কর্তৃক শ্রীসংঘের recruit বলে তিনি লীলা রায়কে পিসিমা সম্বোধন করতেন। ১৯৩৩ সালে অনিল দাস আত্মগোপন করে জাপানের উদ্দেশ্যে শ্যামদেশে গিয়ে পৌঁছান। যুদ্ধর সূচনায় ব্যাংককে উপনীত হন ও স্বামী সত্যানন্দজীর সংস্পর্শে আসেন। নেতাজী দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় পদার্পণ করলে অনিল দাস সিঙ্গাপুর যান, INA সিক্রেট সার্ভিসেস-এর সঙ্গে যুক্ত হন। ১২/৭/৬৪ সালে লীলা রায় ওঁর creden-tials endorse করেন। তারপর দীর্ঘদিন তিনি লীলা রায়ের প্রতিনিধিরূপে ভগবানজীর নানা কাজে যুক্ত ছিলেন। ভগবানজীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পর ১৮/১০/৬৪ তারিখে একটি চিঠি লিখে বিপ্লবী লীলা রায়কে জানান:

'আমি সিঙ্গাপুর reconstruction dept. যোগদান করিবার পূর্বে তিনি আমার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেন এই দুই ঘটনার উল্লেখ করে তিনি লেখেন যে আমার তাঁহার voice মনে রাখা খুব স্বাভাবিক। ইহার বিশেষত্ব

হল আমি পূর্বে যে কাগজ লিখে আপনাকে দিয়েছিলাম (আমার

পূর্বের জীবনী) তাহাতে Bangkok-এর interview-এর কথা লেখা ছিল কিন্তু Singapore-এর কথা লেখা ছিল না। সুতরাং ঐ interview-র উল্লেখ করার তাৎপর্য আছে তিনি ছাড়া অন্য লোকের ইহা জানবার কথা নয়।'

পুনর্মুদ্রণ, জয়শ্রী অগ্রহায়ণ ১৪১১ (December 2004)

To understand a man, you have to understand the bed-rock on which he stands and works. My most and only beloved mother was a direct initiated disciple of Paramhansa Deva. By every suck of her breast, through every kiss of her caresses, touches tender looks and words the Tattwa-Shakties of the Divine Mother flowed in and filled me. My father gave into me thoroughness and strength in service to others and fighting activeness. My Governess, first tutor-guardian gave me missionary sacrificing zeal and all-fighting and all-overcoming stamina. Collectively this I got through heredity, birth in infancy and childhood. This is my bed-rock.

Mahakal – the Warrior Saint

পুনর্মুদ্রিত

সুভাষ রচনাবলী

নেতাজি সুভাষচন্দ্রের রচনা ও ভাষণ সংকলন

৬ খন্ডে
- দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান

জয়শ্রী প্রকাশন | ১৮ এ, টেমার লেন, কলকাতা ০৯
৯১২৩৬৬৭৭১০ | ৬২৯১৮৪৬৪৭৫

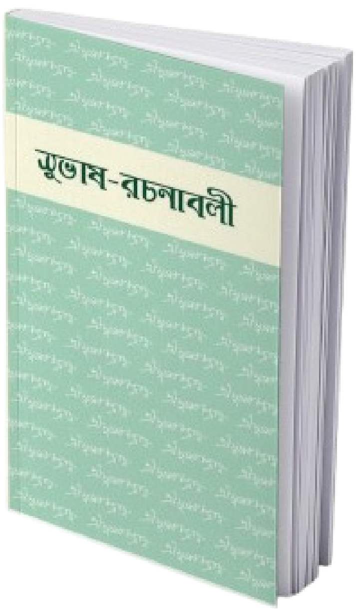

জয়শ্রী প্রকাশনের প্রকাশিত এবং উপলব্ধ বইয়ের সম্ভার

প্রাপ্তিস্থানঃ জয়শ্রী প্রকাশন, নিউ বইপত্র, শ্রীনাথ লাইব্রেরি এবং ডাকযোগে

সুভাষ রচনাবলী – খন্ড ১
সুভাষ রচনাবলী – খন্ড ২
সুভাষ রচনাবলী – খন্ড ৩
সুভাষ রচনাবলী – খণ্ড ৪
সুভাষ রচনাবলী – খণ্ড ৫
সুভাষ রচনাবলী – খণ্ড ৬
শিখাময়ী লীলা রায়
Flaming Leela Roy
যুগনায়ক সুভাষচন্দ্র
গান্ধী সুভাষ সংঘাত
সুভাষচন্দ্র ও ন্যাশনাল প্ল্যানিং
স্মরণীয় বরণীয়
রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে সুভাষচন্দ্র
স্মৃতির আলোয়
The Indian Pilgrim
Blood Bath
ভারত পথিক
What Netaji Stands for
বিপ্লবী নেতা রাসবিহারী বসু
নেতাজি ও রানী ঝাঁসি বাহিনী
In Search of an Indian Model for Development of India
নেতাজির সিক্রেট সার্ভিস
নেতাজি থেকে ভগবানজি
মহাকাল কথন (২)
নেতাজি কিছু তথ্য-কিছু বিতর্ক (১)
নেতাজি কিছু তথ্য-কিছু বিতর্ক (২)
নেতাজি কিছু তথ্য-কিছু বিতর্ক (৩)
নেতাজি কিছু তথ্য-কিছু বিতর্ক (৪)
The Indian Struggle
স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী
ঐ মহামানব আসে
ঐ মহামানব আসে (অশেষ)
তরুণের আহ্বান
The Last Days of Jawaharlal Nehru
নেতাজি ও নাৎসী সরকার
বিপ্লবী শহীদ অনিল দাস
নেতাজির জীবনবাদ

Terror backlash after Operation Sindoor- the Red Fort Car blast.

Dr. Shankar Kumar Chatterjee

The lull since operation Sindoor was finally shattered as a massive explosion in front of the Red Fort from a white i20 Hyundai car killed 13 people including the occupants of the car on the spot and injured scores of people who were on the road nearby at 18:52 hours on the 10th November, 2025, when the slow-moving vehicle stopped at a traffic light. The blast came close on the heels of the ongoing police hunt for those connected to the Faridabad terror module, the investigations for which began after threatening posters appeared in Bunpora, Nowgam in mid-October prompting the Srinagar Police to register a case and start a probe forming a dedicated team. A detailed analysis of the CCTV footage led to the arrest of the first suspects, Arif Nisar Dar alias Sahil, Maqsood Ahmad Dar alias Shahid and Yasir Ul Ashraf. Their interrogation led to revelations about the role of Maulvi Irfan Ahmad, a former paramedic turned Imam, who made the posters and took upon himself the mission of radicalizing doctors of his faith to the cause of Jihad. On November 5, Dr Adeel, another suspect was arrested from Saharanpur in UP. On November 8, an AK56 rifle and explosives were recovered from Anantnag, Jammu and Kashmir. The probe then led the officers to the Al Falah University in Faridabad where they arrested Dr Muzammil Ahmed Ganai and Dr Shaheen Sayeed.

Here the investigators came upon a huge stockpile of explosive chemicals including ammonium nitrate, potassium nitrate and sulphur. According to the investigators, the core module consisted of Dr Muzammil Ganai, Dr Umar Nabi who drove the car that exploded in front of the Red Fort and Dr Muzaffar Rather, who is absconding at the time of writing this article. As per emerging reports, Dr Umar Nabi escaped during the raid in which Dr Muzammil Ganai and Dr Shaheen Sayeed were arrested whereupon a massive haul of nearly 3000 Kg of explosives, detonators and bomb making devices was impounded during the raids in Faridabad and Mewat. This included a 2563 Kg consignment seized alone from the residence of Imam Hafiz Muhammad Ishtiaq. CCTV Footage which has gone viral by now has confirmed that it was Dr Umar Nabi who was driving the car that exploded. The terror module that was busted was reportedly linked to the Pakistan backed terror outfits Jaish-e-Muhammad (JeM) and Ansar-Ghazwat-Ul-Hind (AGH). Dr Umar whose presence in the car has been confirmed by DNA testing with his mother was probably assembling a vehicle based improvised explosive device (VBIED) after having been trained on its construction, assembly and detonation circuit activation. After his escape from the Al Falah Medical College in Faridabad where he worked as an Assistant Professor during the police raid, he switched off his phone and hid in a village 15 Kms away.

Apparently, it was a tweet by the police who were hot on his heels that caused Dr Umar to panic but whether the blast was accidental and induced by panic or by design is yet to be proven conclusively. Interrogations from those arrested have revealed that Red Fort was a target among their 32 targets where explosions were planned to go off on the 6th De-

cember, the scheduled date of Russian President Vladimir Putin cum the anniversary of the Babri Masjid demolition and the 26th of January, 2026, Republic Day. It is possible that the Red Fort car blast was very much a deliberate act as Dr Umar Nabi, the perpetrator knew that their module had been busted and his arrest was only a matter of time.
The questions that come to the mind of anyone following the chain of events mentioned above are first, how did the gang manage to amass such a massive stockpile of explosives and secondly, how was the funding of the entire terror project implemented in view of the hawk eye that the intelligence agencies were keeping in the wake of Pahalgam and Operation Sindoor?

As it transpires from open sources, links are emerging from Turkey, Qatar and Bangladesh with the Delhi Red Fort blast. Involvement of dirty elements of the United States have also emerged. The first phase in the work up to the terror project was to establish coordination between the ISIS, ISKP and Ansar Ul Bangla. The main role of Ansar Ul Bangla in the enterprise was the supply of explosives for which the rulers of Bangladesh are likely to be in trouble later. The procurement of explosives was done in very small instalments. Although ammonium nitrate is a controlled substance, once sold/purchased it is very difficult to trace its passage and ultimate destination. Thereafter detonators were coupled to the explosives, which in itself is not a very high-tech job. Such detonators are in use for mining and building construction projects. The next stage was distribution among the module members followed by execution. Their target was on the 6th of December. As mentioned earlier, it was scheduled to coincide with President Putin's visit over which there would be heightened international focus and any explosion during his visit it would succeed in garnering global media attention, as it happened in the case of Trump and J D Vance's visit when the Delhi riots were orchestrated. The other objective was, of course the Babri Masjid demolition, which took place on the 6th December 1992. Jaish-e-Muhammad has been vocal about these of late. Understandably it is in a revenge mode after Operation Sindoor in which its founder Masood Azhar's family has almost been wiped out.

There's a Sri Lankan angle too that has emerged but Sri Lanka will be dealt with quietly. The JeM has also said that the Jaish would create a women's suicide bomber wing in the lines of the LTTE. A woman Jaish terrorist, Afira Bibi born in 1997 from Pakistan was in constant touch with Dr Shaheen Sayeed, who is supposed to be the Chief of the Indian wing of the Jamaat Ul Mominaat. The Chief of the Pakistan chapter of Jamaat Ul Mominaat is Sayeeda Azhar, Masood Azhar's sister. Her husband Abdul Rauf Azhar too was killed during the Operation Sindoor.

He was also one of the hijackers of the IC-814 in 1999. On the 3rd November, Dr Shaheen Sayeed underwent police verification for her passport. The plan was to orchestrate a devastating and widespread terror attack and then leave the country. Ismatullah Khalozai alias Ukasa and five other aliases has 5-6 passports and runs the Islamic State of Khorasan. Incidentally, Turkey issued a vociferous public condemnation of the Delhi blasts. Tayyib Erdogan of Turkye had said in 2003 that "Islam is Islam and that is it, there are no modifiers. Democracy is merely a train that we ride with the ultimate objective, which is to make Islam dominant throughout the world. Mosques are our military barracks and the minarets are our spears." Soon afterwards Erdogan was tried for sedition in Turkye. He somehow saved his back by issuing official apologies and putting on the prodigal son act. But his subsequent activities bear testimony to the saying "once a Jihadi, always a Jihadi".

Coming back to our story, Amar Alvi alias Moinuddin Alamgir is the operational handler of the white-collar terrorists from Turkye. Incidentally he was also the operational handler of the Pulwama blasts. The modus operandi of the Pulwama attacks also has an uncanny similarity to that of the Red Fort car blast. He was charged in 2022 under the UAPA. It appears that Red Fort was indeed the target. There were supposed to be 32 cars and 32 suitcases with bombs each containing 10-15 Kgs of RDX with percussion charges having a top-down fire. The electric charge is introduced vertically and the explosion goes sideways. Umar Un Nabi and his group was being trained to operate these explosives with each one among them having been assigned a target as in case of the Bombay blasts. Things went wrong

for this group once the Faridabad module was busted. Umar came to know of it and escaped from one of the rear gates as the raid was going on.

It is possible that he had contacted his handlers while he was on the run and was advised to proceed with his assigned mission. He reached the Red Fort on a Monday evening and the Red Fort is closed on Mondays. This is a possible explanation for his three-hour wait there while the crowd in the area gradually swelled. Normally such attacks are carried out at the time of Namaz to minimize the casualties among the faithful.

The crowds swelled, and the blast happened. That it was a moving car does not negate the possibility of the act being deliberate. The chances of an explosive device such as the one we are discussing accidentally going off on its own are almost nil. Ammonium nitrate is a very stable substance and has to be detonated. The target was the Red Fort, the date the 6th of December but by force of circumstances he had to do it on the 10th of November. His associates have confessed to have reconnoitered the Red Fort.

Coming to the funding cycle, Ismatullah Khalozai, the arch villain who is a US designated funding facilitator of the Islamic State of Khorasan Province, is sanctioned by the US Treasury and the State Department since 2021, stays in Turkye. The platform that he uses is Binance. Binance has a chequered history of its own. It routes money across UAE, Saudi Arabia, Qatar, etc to Turkye and onwards from there to intended recipients in India, Pakistan, etc. The intelligence agencies are investigating Binance accounts with Turkish VPN ids that were used between 2022 and 2023. Primary exchange clusters used for transferring funds are all Turkish. The US Treasury has notified that the financial facilitator for the Islamic State Afghanistan Branch is Ismatullah Khalozai.

India had imposed sanctions on Binance in 2021 for laundering 700-800 million dollars. Since then, Binance has been on the radar screen of the Financial Intelligence Unit and the Enforcement Directorate. Unfortunately, by the time our intelligence agencies had got wise by 2023 and had begun their crackdown, their intended fund transfers to India had been accomplished and the terror modules were flush with money. The funds reached the perpetrators in very small amounts through micro payments via myriad operators making the financial footprints almost impossible to track.

The total fund accumulated for the operations was Rs 30 lakh, which was not very difficult for the operators to accomplish. Ismatullah Khalozai also ran a hawala network from Turkye to ISIS-K that ran between 2021-2023. Prior to it he ran a luxury goods shop in UAE but that was only a front for directing the profits etc. to the ISIS, for which he was thrown out of the UAE. He settled down in Turkye and was back to his own activities, this time under the benevolent protection of the Erdogan regime. He has been on an Interpol watchlist but Turkye is very protective of him. Another country whose name has emerged is Qatar. Qatar serves as the hub where all the money comes in and gets converted into cryptocurrency before being transferred to the intended recipients. Billions of dollars get routed all over the world. through Qatar every day which is next to impossible to track.

Coming back to the Delhi Red Fort blast ISIS-K used the money trails of Ismatullah Khalozai in Turkye and the contacts, human network and modus operandi of the JeM in Pakistan. So, this was a cross link between the JeM and the ISIS-K. European security agencies have recently observed that the ISIS-K is the most dangerous Jihadi terror group in the world. The Turkish newspaper Pulse "first open-source indication of ISIS-K in Turkye appeared on November 2, 2021 when all the assets of Ismatullah Khalozai were frozen". A viral query doing its rounds everywhere is – why were PM Modi and Russian President Putin closeted together in a car for 45 minutes? The answer may lie in the fact that both are dealing with a common enemy, the ISIS-K, which is backed by the ISIS which in turn is backed by the CIA and the so-called Deep State. The agreement that was signed between the Taliban and Russia on May 2nd, 2025 clearly says that Russia vows to help the Taliban to fight the Islamic State in Afghanistan. Interestingly the recent Russian overtures towards

Pakistan can be viewed through this perspective, keeping in Russia's standard operating procedure of squeezing the hand it holds for a handshake apparently meant for friendship. So, there was a lot that could have transpired between PM Modi and President Putin over a period of 45 minutes in a car.

Funds, explosives, network apart, a lot of technical expertise and finesse goes into making effective bombs out of them. Pakistan is there to provide the technical knowhow and training. Now, Turkye is going to be sandwiched between Russia and India. There were two terror ISIS attacks that took place in Russia. These went from Turkye via Armenia, Azerbaijan and Georgia into Ingushetia in southern Russia which is a hardcore ISIS hub inside Russia even today. They took their cover from Ingushetia and carried out their attack in Moscow. So, Russia is alive to the fact that both Pakistan and Turkye are brothers in arms when it comes to waging global Jihad. A connection has been traced with Bahawalpur, Pakistan with Dr Sahina Sayeed.

One of the Director Generals of the Military hospital in Bahawalpur endorses Dr Sahina Sayeed on LinkedIn. Its in the open domain. Afira Bibi has her network in Muzaffarabad, there is a handler in Karachi (yet to be identified), there's Ismatullah Khalozai in Turkye and Faridabad is action zone itself. Sarah Adams of the US who keeps tweeting "Indians don't realise that there are JeM training camps in Afghanistan, Indians should be friends with Pakistan....." is in all likelihood doing her best to throw India off track. Prior to 2021 there were camps in Nangrahar in Afghanistan but then Pakistan had those camps removed to Turkey when faced inclusion in the FATF grey list. Pakistan being unable to handle the pressure asked JeM to start recruiting for the IS. Interestingly all the IS commanders are former commanders from the JeM and the Taliban. Pakistan came out of the grey list like that. All the JeM and Taliban camps in Nangrahar province have now become camps of the Islamic State which is not favourable to Taliban. This is to throw the world at large and India in particular off track. If Pakistan is pressed too hard, its connection with Turkey will come out in the open and, If Turkey is pressed hard, its connection with the US will come out in the open.

What's the real game then? Muzaffar Ahmed Rather, who is related to Adil Ahmed Rather left for Afghanistan and is sitting in Nangrahar. While the coming of Taliban to power in Afghanistan lured the Jihadis across South Asia to do Hijrat to Afghanistan, the Taliban government refused to let them in. These elements who are fanatical Jihadis are out of jobs and raring to wage Jihad, and are now in command of the Islamic State of Khorasan.
Those in the JeM are Masood Azhar, Abdul Rauf Asghar, Md Umer, Kari Zubair, Abu Talna and Abu Hamza, Haji Anwar and Maulana Wajeh.

The ISIS K network consists of Ismat Ullah Khalozai, Sanaullah Ghafari, (former bodyguard of Amrullah Saleh Afghan Taliban Vice President) now commander of the IS, and his family stays at the guest house of the Corps Commander, Peshawar Cantonment and his children study at the Army Public School in Peshawar! Aslam Farooqi is an old JeM/LeT hand, now in the IS. There are micro cells in Quetta, Chaman, Nangrhar, Balochistan, Bannu, a one-eyed Mullah near Bannu (whose identity is yet to be revealed) and there is a silent player – the United States.

Binance: it was sanctioned by both India and the US in 2023. The Biden administration jailed its owner, cases of money laundering were filed against him, and he accepted having laundered 10(ten) billion dollars and a lot of it was laundered through Ukraine. Among the first things Trump did after coming to power was to cancel his sentence. He was released, all his cases were dropped, and it is the same person who is Trump's chief advisor to World Liberty Financial in Pakistan connected to Trump Coin (the Trump family's Bitcoin enterprise). This came to limelight with Trump's stunning volte face during Operation Sindoor when he suddenly began endorsing and entertaining the first losing General in the world to become Field Marshal, Pakistan's Asim Munir. The real game is the entity that actually rules the US benefits from Binance and it can release and close the financial tap any time it likes. It releases the tap whenever it wants to pressurize India, for example, to shape outcomes and tighten the leash, when not so required.

This is a containment policy aimed at India by providing oxygen to the terror network as a thorn by our side whenever we don't go by its dictates and switching it off the moment we begin to play ball. Maybe this analysis casts some light into India's powerful enemies and their camouflaged modus operandi.

".... In the inviolable and - most Divine name of Mother Jagadamba Durga Bhabani Chandi - that Bengal - Indian SHALL drive again in Her full glory. Corrupt people on my motherland's Soil will be completely eliminated gradu-ally. And after a specified period dishonest persons will not have the right to exist on Indian soil. And one, rather your Samaritans shall lead the whole world to the fourth stage of civilisation.

Could this frail Faquir be more explicit." - **Mahakal**

ব্রহ্মবান্ধব-একাধারে বৈদান্তিক সন্ন্যাসী ও অগ্নিপুরুষ

শান্তনু রায়

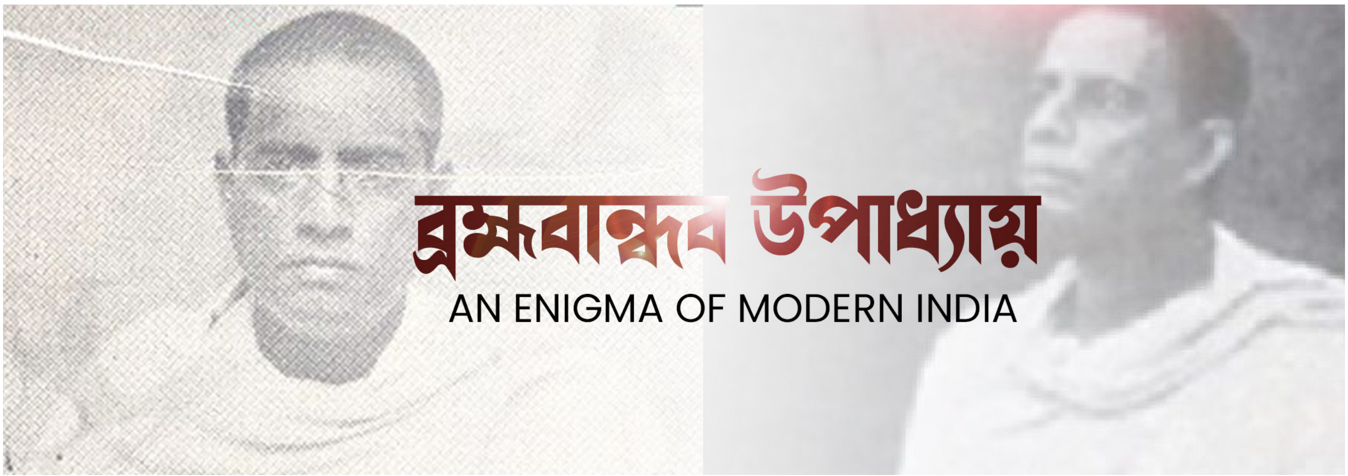

তারিখটা ১৯০৪ এর ২৫শে জুলাই। বঙ্গভঙ্গের আগের বছরের অ্যালবার্ট হল । সেদিন হলের ভেতরে গেরুয়াবসন পরিহিত এক সন্ন্যাসী ব্যাখ্যা করে চলেছেন শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব, ইংরাজীতে। সন্ন্যাসীর ভাষণ শুনতে অ্যালবার্ট হল সেদিন লোকে লোকারণ্য । আগের বছর ডন সোসাইটিতেও সেই সন্ন্যাসীরই বক্তৃতায় বিমুগ্ধ ও ঋদ্ধ হয়েছিলেন সভ্য ও অভ্যাগতবৃন্দ ।উপস্থিত সোসাইটির সদস্যরা তাঁর অননুকরণীয় ব্যক্তিত্বের আকর্ষনে কিভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন তা প্রকাশ পেয়েছে অধ্যাপক বিনয় সরকারের লেখনীতে এভাবে - "হেগেলের তর্কপ্রনালীর সাহায্যে প্রাচ্য ওপাশ্চাত্য সংস্কৃতির তুলনা সাধন করছিলেন। একালে আমি যাকে দ্বন্দ্বমূলক বিশ্লেষন' বলি তিনি তাকে 'অপবাদ ন্যায়' বলেছিলেন। ...এ প্রথম দেখলাম । গেরুয়া পরা লোক। পায়ে ছিল না জুতা। কাছা খোলা সাধুর চেহারা। গায়ে জামা নেই, গেরুয়া চাদর। এই মূর্তিতে আমি একটা নয়া দুনিয়ার খবর পেলাম।"

সেই সন্ন্যাসী হলেন ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় যিনি ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় নামেই সমধিক পরিচিত।

সেদিন বিমুগ্ধ অধ্যাপক সরকারের উপলব্ধি হয়েছিল "... ব্রহ্মবান্ধব আমার অভিজ্ঞতায় সর্বপ্রথম আধুনিক বাঙালি সন্ন্যাসী। কাজেই আমি তাঁর হাবভাবে বিশেষ প্রভাবিত হয়েছিলাম ...। অনুকরনযোগ্যও বটে। তাঁর চোখের আর হাঁটার ভঙ্গী দেখে মনে হচ্ছিল যে, লোকটা চব্বিশ ঘন্টা দুনিয়াকে কলা দেখাচ্ছে। মানুষের মত মানুষ"।

মনে রাখতে হবে ১৯০২ এর অক্টোবরে সামান্য পাথেয় সম্বল করে বিলেত পাড়ি দেওয়া ব্রহ্মবান্ধব ইংল্যান্ড থাকাকালীন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদগ্ধ ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে বেদান্ত ও হিন্দু দর্শনের উপর পরের মার্চে ট্রিনিটি কলেজে তিনটি ভাষন দেন। কিন্তু ১৯০৩ এর মাঝামাঝি বিলেত-ফেরত ব্রহ্মবান্ধব কেবল বৈদান্তিক সন্ন্যাসী নন,রাজনীতিপ্রিয় জাতীয়তাবাদী বিপ্লবীও বটে।

একদা রবীন্দ্রসুহৃদ ব্রহ্মবান্ধবই ১২৫ বছর আগে তাঁর সম্পাদিত সোফিয়া পত্রিকায় 'দ্য ওয়ার্ল্ড-পোয়েট অব বেঙ্গল' শীর্ষক এক নাতিদীর্ঘ ইংরাজী প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের কাব্যকৃতির যে অমূল্য মূল্যায়ন করেছিলেন পরবর্তীতে তার ভাষান্তকরনকালে কালিদাস মুখোপাধ্যায়ের উপলব্ধি - রবীন্দ্রপ্রতিভার এমন অকুণ্ঠিত স্বীকৃতি ইতিপূর্বে আর কারো লেখায় দেখা যায়নি। উপাধ্যায়ই সর্বপ্রথম রবীন্দ্রনাথকে বিশ্বকবি বলে অভিনন্দিত করেন।

এ মূল্যায়নের তেত্রিশ বছর পরে প্রবাসীর আশ্বিন ১৩৪০ সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ 'আশ্রম বিদ্যালয়ের সূচনা' শীর্ষক সুদীর্ঘ প্রবন্ধে লিখলেন – "উপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার পরিচয় ক্রমশ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল। আমার নৈবদ্যের কবিতাগুলি প্রকাশ হচ্ছিল তার কিছুকাল পূর্বে। এই কবিতাগুলি তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ছিল। তাঁর সম্পাদিত Twentieth Century পত্রিকায় এই রচনাগুলির যে প্রশংসা তিনি ব্যক্ত করেছিলেন ,সেকালে সে রকম উদার প্রশংসা আমি আর কোথাও পাইনি ।... এই পরিচয় উপলক্ষেই তিনি জানতে পেরেছিলেন আমার সংকল্প , এবং খবর পেয়েছিলেন যে শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাবে আমি পিতার সম্মতি পেয়েছি। তিনি আমাকে বললেন এই সঙ্কল্পকে কার্যে প্রতিষ্ঠিত করতে বিলম্ব করবার কোন প্রয়োজন নেই। তিনি তাঁর কয়েকটি অনুগত শিষ্য ও ছাত্র নিয়ে আশ্রমের কাজে প্রবেশ করলেন। তখনই আমার তরফে ছাত্র ছিল রথীন্দ্রনাথ ও তার কনিষ্ঠ শমীন্দ্রনাথ, আর অল্প কয়েকজনকে তিনি যোগ করে দিলেন। ...অধ্যাপনার অধিকাংশ ভার যদি উপাধ্যায় ও শ্রীযুক্তরেবাচাঁদ - তাঁর এখনকার উপাধি অনিমানন্দ – বহন না করতেন তাহলে কাজ চালানো একেবারে অসম্ভব হ'ত। তখন উপাধ্যায় আমাকে যে গুরুদেব উপাধি দিয়েছিলেন আজ পর্যন্ত আশ্রমবাসীদের কাছে আমাকে সেই উপাধি বহন করতে হচ্ছে। ... এই সঙ্গে উপাধ্যায়ের কাছে আমার অপরিশোধনীয় কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি"।

তবে হুগলী জেলার খন্যানে ভূমিষ্ঠ মাত্র এক বছর বয়সে মাতৃহারা সমবয়সী রবীন্দ্রনাথের মত পারিবারিক আভিজাত্যহীন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের শৈশব ছিল ভিন্ন প্রকৃতির।

বিবেকানন্দের বাল্যবন্ধু ও উনবিংশ শতাব্দীর এই বিশেষ বর্নময় চরিত্রের শিক্ষালাভ হুগলী কলেজিয়েট স্কুল, বিদ্যাসাগর কলেজ ও স্কটিশ চার্চ কলেজ। বাংলা সংস্কৃত, ইংরাজী ছাড়াও তিনি হিন্দী ও ফরাসী ভাষায় ও পারদর্শী ছিলেন। তিনি যে বলশালী ও একসময় ডানপিঠে এবং কুস্তি ও ক্রিকেট খেলায়ও পারদর্শী ছিলেন তা জানা যায় রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শিষ্য রেবাচাঁদের রচনা থেকে। কেশবচন্দ্র সেনের সংস্পর্শে এসে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহন , পরে রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এর প্রেরনায় খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহন করে

ইউরোপে গিয়ে বেদান্ত প্রচারে সচেষ্ট হন। প্রকাশ করেন 'সোফিয়া' পত্রিকা। তবে পরবর্তীতে বিবেকানন্দের প্রেরনায় তিনি হিন্দুধর্মে ফিরে আসেন। বেদান্ত সমালোচক থেকে বেদান্ত প্রেমিকে পরিনত হলেন। একথা বলা হয়ত ভুল হবে না যে, তাঁর জীবনের গতিপথ সর্বদা মসৃণ ছিল না, দুর্লঙ্ঘকে অতিক্রমনের, জয় করার এক অভীপ্সা তাঁকে তাড়িয়ে বেরিয়েছে সারাজীবন; চিন্তাধারাও অনড় থাকেনি, পরিবর্তিত হয়েছে বারংবার ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে, নবোপলব্ধির আলোকবর্তিকায়। তাঁর এই ঘন ঘন ধর্ম পরিবর্তনকে তাঁর অস্থিরচিত্ততার লক্ষণজ্ঞানে তাঁকে ভুল বোঝার, ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের মতে 'মিসআন্ডারস্টুড' হওয়ার, অবকাশ হয়ত ছিল। হয়ত সেহেতু জীবনীকার জুলিয়াস লিপনারের মতেও তিনি 'an enigma of modern India'.

ব্রম্মবান্ধবের পাণ্ডিত্য ছিল যেমন গভীর এবং বিস্ময়কর, তাঁর দেশপ্রেম ছিল নিখাদ। তিনিই সন্ধ্যা পত্রিকায় সর্বপ্রথম ভাষায় ভারতবর্ষের পূর্ন স্বাধীনতার দাবি করেন। ১৯০৫ এ বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময় তিনি তাঁর সন্ধ্যা পত্রিকায় ওজস্বিনী ও অগ্নিশ্রাবী ভাষায় দেশমাতার পরাধীনতার বন্ধনমোচনের জন্য আত্মোৎসর্গের ডাক দিয়েছিলেন বাংলার যুবসমাজকে। সেই সময় 'সন্ধ্যা' পত্রিকা বিশেষত বাঙ্গালী তরুণদের মধ্যে বিপুল আলোড়ন ফেলে দিয়েছিল। এই বর্নময় চরিত্রের প্রজ্ঞা ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের রবীন্দ্রকৃত এক মূল্যায়ন পরিস্ফুট হয়েছে 'চার অধ্যায়' উপন্যাসে সন্নিবেশিত ভূমিকা 'আভাস'এ এভাবে - "তিনি ছিলেন রোমান ক্যাথলিক সন্ন্যাসী, অপরপক্ষে বৈদান্তিক, তেজস্বী, নির্ভীক, ত্যাগী, বহুশ্রুত ও অসামান্য প্রভাবশালী। অধ্যাত্ম বিদ্যায় তাঁর অসাধারন নিষ্ঠা ও ধীশক্তি আমাকে তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধায় আকৃষ্ট করে। শান্তিনিকেতন আশ্রমে বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠায় তাঁকেই আমার প্রথম সহযোগী পাই। এই উপলক্ষে কতদিন আশ্রমের সংলগ্ন গ্রামপথে পদচারন করতে করতে তিনি আমার সঙ্গে আলোচনা কালে যেসকল দুরূহ তত্ত্বের গ্রন্থিমোচন করতেন আজও তা মনে করে বিস্মিত হই"।

রবীন্দ্রনাথের এমত পর্যবেক্ষন থাকলেও স্বদেশী আন্দোলনের উত্তাল পর্বে দুজনের মধ্যে যে এক দূরত্ব রচিত হয়েছিল তা বোধকরি তাঁর জীবদ্দশায় ঘোচেনি। সন্ধ্যা পত্রিকায় ব্রহ্মবান্ধবের ওজস্বিনী ও অগ্নিশ্রাবী ভাষায় দেশমাতার পরাধীনতার বন্ধনমোচনের জন্য আত্মোৎসর্গের ঐ আহবান রবীন্দ্রনাথের কাছে 'মদির রস ঢালা' বলেই বিবেচিত হয়েছিল।

একথা সত্য যে 'সন্ধ্যা' পত্রিকার ভাষা ছিল মেঠো, গ্রাম্যসহজ ও সরস সর্বজনবোধ্য এবং ক্রমে তা অগ্নিগর্ভা হয়ে ওঠে বঙ্গভঙ্গের সময়কালে। ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের অভিমত 'প্রাথমিকভাবে যুগান্তর পত্রিকার সুর অতি গুরুগম্ভীর ছিল এবং সন্ধ্যা পত্রিকার অপেক্ষাও চড়া ছিল। কিন্তু বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন আরম্ভ হইলে 'সন্ধ্যা' পত্রিকা ক্রমে উগ্রপন্থী হইতে থাকে'। প্রকৃত পক্ষে সেই সময়ে সন্ধ্যা পত্রিকা যেন সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণা করল ব্রিটিশের বিরুদ্ধে। ব্রম্মবান্ধবের পান্ডিত্য ছিল যেমন গভীর এবং বিস্ময়কর, তাঁর দেশপ্রেম ছিল নিখাদ। তিনিই সন্ধ্যা পত্রিকায় সর্বপ্রথম ভাষায় ভারতবর্ষের পূর্ন স্বাধীনতার দাবি করেন। ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন - "Day in and day out Sandhya went on proclaiming, we want complete independence ".

অনেকের মতে ১৯৩৪ সালে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের 'চার অধ্যায়' উপন্যাসের ইন্দ্রনাথের চরিত্রে সাতাশ বছর আগে মারা যাওয়া ব্রহ্মবান্ধবের ছায়া লক্ষ্য করা যায়। এ নিয়ে অবশ্য সমালোচনার ঝড় উঠেছিল যা এক পৃথক অধ্যায়, বহু বিতর্কিত ও আলোচিত যার বিস্তৃত আলোচনা পর্বান্তরে হতে পারে ।

তবু এ উল্লেখ করতেই হয় যে, ঐ উপন্যাসের প্রথম সংস্করণে মুখপত্র হিসেবে রবীন্দ্রনাথের নিজের লেখা 'আভাস'এ ব্রহ্মবান্ধব প্রসঙ্গে যে উল্লেখ ছিল - 'চৌকাঠ পর্যন্ত গিয়ে একবার মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালেন বললেন, রবিবাবু আমার খুব পতন হয়েছে'। জনমনে সঞ্চারিত ক্ষোভ অনুভবে দ্বিতীয় সংস্করণে ভূমিকা 'আভাস' বিযোজিত হলেও উপন্যাসের জন্য সারা বাংলাদেশে বিশেষত বাংলার বিপ্লবী সমাজে রবীন্দ্রনাথ সমালোচিত হয়েছিলেন তীব্রভাবে। তবে 'পতন' যে কোনভাবেই বিপ্লবপন্থার সাথে সম্পর্কিত ছিল না তা শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত দেশের ও 'সন্ধ্যার' প্রচারের কাজই চালিয়ে যেতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ব্রহ্মবান্ধবের আশায়ই সুপরিস্ফুট।

অনেকমতে শক্তিমত্ত ইংরেজ শাসক জাতির প্রতি আমাদের যে জন্মগত সমীহ ও সম্মোহন তার ভিত্তিমূলেই তিনি আঘাত করতে চেয়েছিলেন। তিনি এক স্বপ্ন দেখেছিলেন যা হয়ত সফল হয়নি তাঁর জীবিতকালে। কিন্তু এদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের পরবর্তী অধ্যায়ে অনেকের উপরই তাঁর গভীর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে বারংবার।

অনেকদিন পরে তাঁর এমনই বক্তব্যের অনুরণন যেন আমরা আরেকবার শুনলাম সেই ইতিহাসপুরুষের দৃপ্তকণ্ঠে, যিনি বলেছিলেন- পরাধীনতার যুগে বামপন্থার অর্থ হল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা। এবং "We have learned to distinguish now between false internationalism and true internationalism .We know now that internationalism is true which does not ignore nationalism but is rooted in it"

১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে ২৭শেসেপ্টেম্বর রাজদ্রোহের অপরাধে বন্দী অবস্থায় হার্নিয়া অপারেশন করার সময় ধনুষ্টঙ্কার রোগে এই জ্যোতির্ময় দেশপ্রেমিকের মৃত্যু হয় মাত্র ৪৬ বছর বয়সে। মৃত্যুর আগের দিনও তিনি লিখে গেছেন - " I had never been at any one's beck and call. I obeyed none. At the fag end of my old age they will send me to jail for law's sake, and I will work for nothing. Impossible! I won't go to jail, I have been called."

তাঁর সর্বস্ব পণকরা অতুলনীয় দৃপ্ত সর্বত্যাগী দেশপ্রেমের বিশ্লেষনে জীবনীকার জুলিয়স লিপনারের অভিমত - Vivekananda lit the sacrificial flame for revolution, Bramhabandhab in fueling it safeguarded and fanned the sacrifice.

এখন উপলব্ধ

An Indian Pilgrim

An Unfinished Autobiography

জয়শ্রী প্রকাশন | ১৮ এ, টেমার লেন, কলকাতা ০৯
৯১২৩৬৬৭৭১০ | ৬২৯১৮৪৬৪৭৫

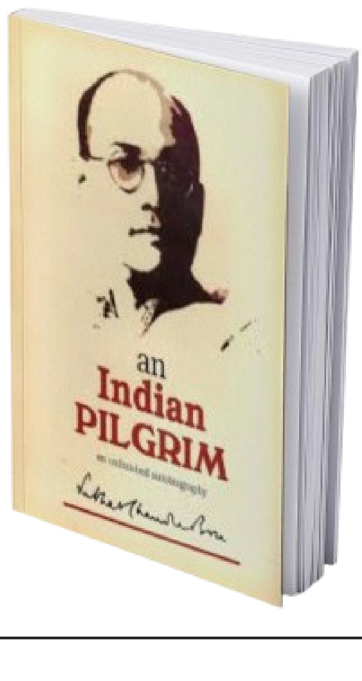

পুনঃপ্রকাশ

চিরন্তনের তীর্থযাত্রী

দিলীপকুমার রায়

শ্রীমতী লীলা রায়,

আপনি আমাকে অনুরোধ করেছেন সুভাষ সম্বন্ধে লিখতে। একটু যদি সময় দিতেন তবে গুছিয়ে লিখতে পারতাম। কিন্তু আপনি দিনদশেকের মধ্যেই লেখাটি চেয়েছেন। তাই ভাবছি - আমার The Subhash I Knew থেকে কিছু উপাদান নতুন করে লিখে পাঠাই। ইংরেজিতে লেখা স্মৃতিচারণে যা লিখেছি বাংলায় ফের লিখতে হলে একটু-আধটু অদলবদল করতেই হবে। তবে মূল বক্তব্যটির অঙ্গহানি হবে না।

সুভাষ সম্বন্ধে আমার ধারণা আপনি হয়তো জানেন। কিন্তু খুব কম লোকেই জানে আমি তার কাছে কী গভীরভাবে ঋণী। তাকে আমি যে চোখ দিয়ে দেখেছিলাম সে হল অনুরাগীর চোখ : আর কে না জানে -
অনুরাগের অঞ্জনে মানুষ দেখতে পায় এমন অনেক কিছু যা শাদা চোখে দেখা যায় না। আমার এ-ভঙ্গিকে সুভাষ নিজেই সময়ে সময়ে hero-worship বলে ঠাট্টা করত। কিন্তু আমি ঢিলটির প্রতিদানে পাটকেল ফিরিয়ে দিতাম বলে যে তার নিজের ভালোবাসার মধ্যেও নিরপেক্ষ দর্শকের চোখে পূজার ভাব বরাবরই অতি প্রত্যক্ষ হয়ে উঠত। কিন্তু না, "নিরপেক্ষ" বিশেষণটির উপর আমার একটু বিতৃষ্ণা আছে। আমার মন বলে - নিরপেক্ষ হল উদাসীনেরই অন্য নাম, কাজেই বড়ো সমালোচক সে নয় যে নিজেকে নিরপেক্ষ বলে বড়াই করে।

এ ভুল বোঝার জগতে এক প্রেমই যা-কিছু নির্ভরযোগ্য অন্তর্দৃষ্টি জোগায়। এই প্রেমের দৃষ্টিই ফুলে ফলে তত্ত্বদর্শী তথা সত্যদর্শী বলে আদরণীয় হয়ে এসেছে, শুধু তারই এজাহারে মানুষ ভরসা করে গাইতে পেরেছে 'জনম অবধি হাম রূপ নিহারলুঁ, নয়ন না তিরপিত ভেল।' নিষ্করুণ বিচারকের দৃষ্টি তো বেদরদীর দৃষ্টি - সে কী করে পাবে কোনো কিছুর স্বরূপের দিশা? আমার কাছে চিরদিনই গ্যেটের একটি উক্তি মনে লেগেছে: 'Aufrichtig zu sein kann ich versprechen, unparteiisch zu sein aber nicht' অর্থাৎ, আমি আন্তরিক হব এ-কথা দিতে পারি, কিন্তু নিরপেক্ষ হব এমন ভরসা দিই কী করে? গ্যেটে ছিলেন মহামতি মানুষ, একজন বিরল সত্যদ্রষ্টা তিনি দেখেছিলেন যে কাউকে ভালোবাসতে-না-বাসতে আমাদের দৃষ্টি কতকটা বদলে যাবেই যাবে, আর যারা ভালোবাসে নি তাদের চোখে সে-নেকনজর পক্ষপাত মনে হবেই হবে।

সুভাষকে আমি শুধু ভালোবাসা নয় - গভীর শ্রদ্ধা করে এসেছি আকৈশোর। যৌবনে আমার এ-শ্রদ্ধা সত্যিই ভক্তির কোঠায় পৌঁছেছিল। কারণ তার মধ্যে আমি দেখেছিলাম শুধু দেশভক্ত ত্যাগীকে তো নয় - দেখেছিলাম ভারতের সন্ন্যাসী আত্মাকে যে-আত্মা আধুনিক বাংলাদেশে তার আগে মাত্র দুটি মহাজনের মধ্যে মহিমময় হয়ে ফুটে উঠেছিল : স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীঅরবিন্দ। দেশবন্ধুর সঙ্গে তেমন নিকট সংস্পর্শে আসবার সৌভাগ্য আমার হয় নি - ঠিক যখন তাঁর একটু কাছে এসে তাঁর স্নেহস্পর্শ পেতে শুরু করেছিলাম - আমাকে ডেকেছিলেন দার্জিলিঙে সেই সময়ে দুর্ভাগ্যবশত আমি শিলঙে চ্যারিটি কন্সার্ট দিচ্ছিলাম। কন্সার্ট সেরে তাঁর কাছে যাব যাব করছি, এমন সময়ে হঠাৎ তিনি মহাপ্রয়াণ করেন। সুভাষের কাছে শুনতাম প্রায়ই তাঁর "মৃত্যুহীন প্রাণের" তথা গভীর ভাবধারার কথা। এ-দুটি অমরপ্রাণের একটি অপরূপ সম্বন্ধ গড়ে উঠেছিল- খানিকটা গুরু-শিষ্যেরই আদানপ্রদান বলব। দেশবন্ধু বলেছিলেন : "আমার শ্রেষ্ঠ ধন সুভাষকে দিয়েছি - অপেক্ষা করো, তিনি তোমাদের সবই দেবেন।" (পরমহংসদেবও তাঁর তপঃশক্তি স্বামীজিকে দিয়ে এমনি সুরে বলেছেন, "আজ ফকির হলাম।") অন্য দিকে সুভাষও তাঁকে ভক্তি করত ঠিক যেমন ভক্ত ভক্তি করে দেবতাকে। তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে সে আমাকে মান্দালয় জেল থেকে ২৫ এ জুন, ১৯২৫ তারিখে যে দীর্ঘপত্র লিখেছিল তার খানিকটা অনুবাদ দিই এ কথা প্রমাণ করতে :

"তাঁর বিয়োগব্যথায় আমি মুহ্যমান হয়ে পড়েছি। আজ স্মৃতির জগতে আমি এ-মহাপ্রাণ মানুষটির এত কাছে আছি যে তাঁর মহৎ গুণাবলীর কথা বিশ্লেষণ করে ফলিয়ে তোলার চেষ্টা করা এখন আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি আশা করি পরে কোনো দিন আমি তাঁর মহত্ত্বের যে-চকিত দর্শন লাভ করেছিলাম তার কিছু আভাস জগৎকে দিতে পারব : এমন আভাস - যা আমি পেয়েছিলাম তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসে, তখন তিনি সেকথা আদৌ জানতেন না। আমার মতন আরো অনেকে নিশ্চয়ই আছেন যাঁরা তাঁর সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানা সত্ত্বেও ভরসা করে লিখতে পারছেন না - পাছে মুখর প্রশংসায় তাঁর লোকোত্তর মহত্ত্বকে ছোটো করে ফেলা হয়।

"তুমি লিখেছ, দুঃখ বেদনার শেষ অবদান যন্ত্রণা নয়। এ কথায় আমার পূর্ণ সায় আছে। কিন্তু তবু জীবনে অনেক শোকাবহ ঘটনা ঘটে - যেমন দেশবন্ধুর অকাল মৃত্যু - যাকে আমি বরণ করে নিতে অক্ষম। আমি ঋষিও নই, ভক্তও নই তাই বড়ো গলা ক'রে বলতে পারি না যে সর্ববিধ যন্ত্রণাই আমার কাছে

বরণীয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রশ্ন আমাকে বারবারই ভাবিয়ে তুলেছে যে, এমন দুর্ভাগাও দেখা যায় না কি (যদিও হয়তো তারা ভাগ্যবান - কে বলতে পারে?) যারা নিয়তির ভ্রূকুটিই সয়ে এসেছে পদে পদে। কিন্তু এই শোচনীয় দুঃখাধিক্যের তর্ক রেখে বোধ হয় বলা চলে যে দুঃখের পেয়ালা নিঃশেষে পান করাই যদি কারো কারো ভবিতব্য হয় তা হলেও খানিকটা আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতেই তাকে বরণ করে নেওয়া ভালো।

"১৯২২ সালে যখন আমি জেলে যাই তখন দেশবন্ধুর সঙ্গে এক কুঠরিতেই থাকতাম। আমাদের জেলে একটি কয়েদী আমাদের উঠানে কাজ করত। দেশবন্ধুর স্নেহশীল হৃদয় তাকে বরণ করে নিয়েছিল যদিও সে ছিল দাগী আসামী - এর আগে আটবার জেল খেটেছিল। তা সত্ত্বেও সে অজান্তে দেশবন্ধুর প্রতি ঝোঁকে ও ক্রমশ তাঁকে প্রভুর মতন ভালোবেসে ফেলে। যখন তাঁর কারামুক্তি হয় তখন তিনি তাঁর এই নবলব্ধ ভক্তটিকে বলেন যে সে জেল থেকে বেরুবামাত্র তার দুষ্কৃতির সহচরদের ছায়া না মাড়িয়ে যেন সোজা তাঁর কাছে চলে আসে। সর্বহারা মানুষটি রাজি হয় ও পরে প্রতিশ্রুতি পালন করে। তুমি শুনে আশ্চর্য হবে যে, যে-মানুষ চিরদিন ছিল দুর্বৃত্ত নরাধম সে সেই থেকে আমাদের মহান নেতার আশ্রয়েই আছে, এবং যদিও সময়ে সময়ে সে আজও অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে, তবু মূলত সে সম্পূর্ণ বদলে গেছে ও আর পাঁচজনদের মতনই নিরীহ জীবন যাপন করছে। আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি যে দেশবন্ধুর বিয়োগব্যথা যাদেরকে সবচেয়ে বেশি বেজেছে তাদের মধ্যে সে অন্যতম। কেউ কেউ বলে - মহৎ মানুষের মহত্ত্ব সবচেয়ে উজ্জ্বল হয়ে ফুটে ওঠে তাঁর ছোটো ছোটো আচরণে, দৈনন্দিন ঘটনায়। এ-মাপকাঠি দিয়ে বিচার করতে গেলেও দেশবন্ধুকে মহাত্মা বলতেই হবে - যদি তাঁর বিপুল দেশসেবার কথা বাদও দেওয়া যায়।"

এর উত্তরে সুভাষকে আমি আমার গভীর সমবেদনা জানিয়ে এক দীর্ঘ পত্র লিখতেই সে আমাকে ফের লেখে মান্দালয় জেল থেকে (৯ অক্টোবর, ১৯২৫) :

"দেশবন্ধুর সম্বন্ধে তুমি যা যা লিখেছ ঠিকই। ... আমি তাঁকে আমার হৃদয়ের সভক্তি প্রেম ও গভীর আনুগত্য দিয়ে বরণ করেছিলাম শুধু এজন্যে নয় যে রাজনৈতিক আন্দোলনে আমি তাঁর অনুগামী ছিলাম, আরো এই জন্যে যে আমি তাঁকে খানিকটা জানতে চিনতে পেরেছিলাম তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসে। এক সময়ে আমরা জেলে ছিলাম একাদিক্রমে আট মাস - তার মধ্যে দুমাস আবার কাটিয়েছিলাম একই কুঠরিতে। এই ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলে আমি তাঁর চরণে আশ্রয় নিয়েছিলাম।"

সুভাষ এইভাবে নানা সময়েই আমার সঙ্গে নানা অন্তরঙ্গ আলোচনা করত কখনো মুখোমুখি, কখনো বা পত্রের মাধ্যমে। দিনে দিনে তার সঙ্গে এ-সব আলোচনার ফলে আমার কৈশোরের এ-ধারণা আরো দৃঢ় হয় যে তার মহত্ত্বের পরিমাপ করা মোটেই সহজ নয়, যেহেতু সে শুধু কর্মবীর ও দেশনেতাই ছিল না, ছিল উচ্চবিকশিত ধ্যানী, ভক্ত, প্রেমিক যে দেশকে বরণ করেছিল অন্তরের গভীর ধ্যানদৃষ্টি দিয়ে, মহত্ত্বকে বরণ করেছিল হৃদয়ের উচ্ছল ভক্তি দিয়ে, সর্বোপরি ত্যাগকে বরণ করেছিল তার জন্ম-উদাসী প্রাণের নিবিড় প্রেম দিয়ে। তার নেতাজি রূপের মহিমার কাছে সবাই মাথা নীচু করেছে কিন্তু তার এই ধ্যানী ও ভক্তের রূপ সম্বন্ধে খুব কমই আলোচনা হয়েছে। তাই আমি তার একটি ইংরাজি চিঠির কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করতে চাই। এ চিঠিটা সে আমাকে লিখেছিল ভিয়েনা প্রস্থানের পথে জাহাজ থেকে - যখন আমি তাকে আমার এক অপেরা-গায়িকা হাঙ্গেরিয়ান বান্ধবীর সঙ্গে লৈপিক পরিচয় ঘটিয়ে দিই। তিনি পরে লিখেছিলেন : সুভাষ যেমন মহৎ তেমনি সরল - আমার চিঠি পেয়ে কী আনন্দ যে করে... ইত্যাদি। ভিয়েনা থেকে সুভাষ লিখেছিল যে তার অসুখে : 'She had been an angel to me.' যাক -

সুভাষ আমাকে জাহাজ থেকে যে-চিঠিটা লেখে সেটি আমার 'অনামী'-র দ্বিতীয় সংস্করণে ছাপা হয়েছে বলে সবটা উদ্ধৃত করার প্রয়োজন নেই, শুধু তৃতীয় প্যারাগ্রাফটুকুর অনুবাদ দিচ্ছি - যাতে ফুটেছে ওর ধ্যানী ও ভক্তের রূপ। ও লিখেছিল (৫ মার্চ, ১৯৩৩):

'তোমার একটি পত্রে তুমি আমাকে শিব সম্বন্ধে আমার মনোভাব জানতে চেয়েছিলে। বলতে কি, আমার মন কখনো ঝোঁকে এদিকে কখনো ওদিকে - তাই দুর্গা কালী শিব কৃষ্ণ কাকে যে বরণ করব ভেবে পাই না। আমি অবশ্য জানি যে খতিয়ে সবই অভেদ - একমেবাদ্বিতীয়ম্ কিন্তু তবু কার্যক্ষেত্রে আমরা প্রত্যেকেই ভগবানের কোনো একটি বিশেষ ভাবরূপের অনুরাগী না হয়েই পারি না। আমি লক্ষ্য করেছি যে আমার মনের নানা ভাবাবেশে আমি কখনো বরণ করি শিবকে, কখনো কালী বা দুর্গাকে, কখনো কৃষ্ণকে। এদের মধ্যে আবার কখনো চাই শিবকে কখনো শক্তিকে। শিবের পরম যোগী রূপ আমার কী যে মন টানে। হয়েছে কি জানো। সম্প্রতি গত চার-পাঁচ বৎসর হল - মন্ত্রশক্তিতে আমার বিশ্বাস এসেছে - মানে, আমার মনে হয় এক-একটি মন্ত্রের এক-একটি নিবিড় শক্তি আছে। ইতিপূর্বে আমি যুক্তিবাদীদের মতনই মনে করতাম যে মন্ত্র নিছক প্রতীক মাত্র - শুধু আমাদের মনকে সংহত করবার সহায়তা করে। কিন্তু তন্ত্রদর্শন প'ড়ে আমার প্রত্যয় এসেছে যে এক-একটি বীজমন্ত্রের মধ্যে নিহিত আছে এক-একটি সহজ শক্তি - আর প্রতি আধারই এক-একটি বিশেষ মন্ত্রের অধিকারী। সেই থেকে আমি ভেবে সারা - আমার আধার কোন মন্ত্রের অধিকারী। কিন্তু এখনো পর্যন্ত আমি কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারিনি কেননা আমার মন, ঐ যে বললাম, কখনো রঙিয়ে ওঠে শৈবের রঙে, কখনো শাক্তের, কখনো বা বৈষ্ণবের। আমার মনে হয় এইখানেই, গুরু আমাদের পরম দিশারী হতে পারেন কেননা সদ্গুরু আমাদের জানেন আমাদের নিজেদের চেয়ে বেশি, তাই তিনিই নির্দেশ দিতে পারেন কে কোন্ মন্ত্র জপ করবে, বা কোন্ পূজারীতি অবলম্বন করবে।'

শ্রীঅরবিন্দ সুভাষের এ-চিঠিটি পড়ে আমাকে লেখেন যে উচ্চবিকশিত মানুষ মাত্রেরই চরিত্রের নানাদিক-থাকেই, তাই তার মধ্যে স্বতন্ত্র ব্যক্তিরূপের স্বতন্ত্র টান গ'ড়ে ওঠা খুবই স্বাভাবিক।

সুভাষের জীবন একটু গভীর ভাবে পর্যালোচনা করলে মনে না হয়েই পারে না যে ওর উচ্চবিকাশ হয়েছিল এইজন্যেই যে গ্রহিষ্ণুতা ছিল ওর অসামান্য। তাই নিরন্তর শ্রান্তিহীন কর্মব্রতী হওয়া সত্ত্বেও ওর চিত্তের স্বকীয় অনুসন্ধিৎসা ওকে নিয়তই ঠেলত পরম আত্মজিজ্ঞাসার দিকে। নইলে ওর মতন দীপ্ত স্বাতন্ত্র্যবাদী কিছুতেই গুরুবাদের প্রাণের কথাটি এমন সহজে ধরতে পারত না যে গুরু শিষ্যকে তার নিজের চেয়ে বেশি জানেন ও চেনেন। কিন্তু এ গভীরদৃষ্টির - উপনিষদের ভাষায় 'ব্যাবৃত্তচক্ষুর' - উন্মেষ হয় না বহির্মুখী রাজনৈতিকদের, কেননা তাঁদের স্বধর্মই হল আলাদা। তাই সুভাষকে স্বভাবে অধ্যাত্মবাদী তথা ধর্মপ্রাণ বললে একটুও অত্যুক্তি হবে না। আর যে স্বভাবে আত্মসন্ধানী ও অন্তর্মুখী তার সঙ্গে সেই সব অগভীরদর্শী দেশনায়কদের তুলনাই হতে পারে না যাঁরা ভারতের আত্মার খবর রাখেন না, কি যাঁরা মনে প্রাণে বুদ্ধিবাদী বলে মনে করেন যে শুধু সমাজসংস্কার ও বৈজ্ঞানিক চর্চার ফলেই ভারতের সরাসর চতুর্বর্গ লাভ হবে।

কিন্তু আত্মসমর্পণ বা গুরুবাদের মর্মজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও সুভাষ কোনোদিনই পরতন্ত্র ছিল না। তাই ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের অনেক সস্তা বুলিই তাকে প্রতিহত করত - আমাদের সাধকদের গতানুগতিকতা, তামসিকতা, স্বাধীনচিন্তার দৈন্য আরো কত কী। আমি এই দিক দিয়ে ওর সংস্পর্শে কম লাভ করি নি - বিশেষ ক'রে যখন পন্ডিচেরি আশ্রমে আমি গুরুবাদের নানা গোঁড়ামিকে তার স্বরূপে দেখতে শিখি নি - যে-গোঁড়ামি ভাবে যে "গুরু গুরু" করলেই পরমার্থ লাভ অবধারিত। পণ্ডিচেরি আশ্রমে এমন কথাও শুনেছি কোনো কোনো বুদ্ধিমান সাধকের মুখে যে আমরা গুরুর চরণে শুধু দণ্ডবৎ করতে পারলেই রাতারাতি অতিমানসের নাগাল পেয়ে অতিমানব বনে যাব - সেকেলে জপ তপ ধ্যান ধারণা ওসব আমাদের মতন এ-যুগের বরপুত্রদের জন্যে নয় - ও সব নিয়ে মাথা বকাক সেইসব মামুলিপন্থী গড়পড়তা সাধক যাদের গুরুও গড়পড়তা বলে জানে না- কেমন ক'রে সুপ্রামেন্টাল যোগে সরাসর সুপারম্যান হতে হয়... ইত্যাদি। এ-ধরনের কথা যখন আমি প্রথম শুনি তখন ভাবি- হবেও বা। কিন্তু সুভাষকে আমাদের আশ্রমের এ-জাতীয় তপস্যাবিমুখ গুরুবাদীদের কথা লিখতে না লিখতে ও আমাকে সাবধান ক'রে দিয়ে সত্যিকার বন্ধুর কাজ করেছিল। ও লিখেছিল (৯ অক্টোবর, ১৯২৫- মান্দালয় জেল) :

'তুমি শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে যা লিখেছ তার সবটা না হলেও বেশির ভাগই আমি মানি। তিনি ধ্যানী - আর আমার মনে হয় - স্বামী বিবেকানন্দর চেয়েও গভীর,

যদিও স্বামীজির 'পরে আমার শ্রদ্ধা প্রগাঢ়। আমিও তোমার কথায় সায় দেই যে, 'নীরব ভাবনা, কর্মবিহীন বিজন সাধনা' সময়ে সময়ে দরকার হয় - এমন-কি দীর্ঘকালের জন্যেও। কিন্তু আশঙ্কা এই যে, সমাজের বা দেশের জীবনস্রোত থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখলে মানুষের কর্মের দিকটা পঙ্গু হয়ে যেতে পারে, আর তার প্রতিভার একপেশে বিকাশের ফলে সে সমাজ-বিচ্ছিন্ন অতিমানুষের মতন উদ্ভট কিছু-একটা হয়ে উঠতে পারে। অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন দু-চারজন প্রকৃত সাধকের কথা অবশ্য আলাদা, কিন্তু বেশির ভাগ লোকের পক্ষে কর্ম বা লোকহিতই হবে সাধনার একটা প্রধান অঙ্গ। নানা কারণে আমাদের জাতির কর্মের দিকটা শূন্য হয়ে এসেছে, তাই এখন আমাদের দরকার রজোগুণের 'double dose'। সাধক বা তাদের শিষ্যদের মধ্যে অতিরিক্ত চিন্তার ফলে ইচ্ছা ও কর্মশক্তি যদি অসাড় না হয়ে যায়, তা হলে নির্জনে ধ্যান যতদিনের জন্য তারা করে করুক, আমি তাদের সঙ্গে ঝগড়া করতে যাব না। কিন্তু আমরা যেন 'sicklied over with the pale cast of thought' না হয়ে পড়ি। সাধক নিজে হয়তো সর্ববিধ তামসিক প্রভাব এড়িয়ে চলতে পারে - কিন্তু তার চেলারা। গুরুর সাধনপদ্ধতি কি সজ্ঞানে না হোক অজ্ঞানে তাদের কোনো অনিষ্ট করবে না?'

এ-চিঠি পেয়ে আমার মনে প্রথম দিকে একটু আঘাত লেগেছিল বৈকি, কিন্তু সুভাষের অনন্যসাধারণ বুদ্ধি ও আন্তরিকতায় আমার শ্রদ্ধা গভীর ছিল বলে আমি সময়ে দেখতে পেরেছিলাম যে গুরুবাদের যথার্থ রূপটি অনিন্দনীয় হলেও আমাদের জাতীয় তামসিকতার অলক্ষ্য প্ররোচনায় কার্যক্ষেত্রে সে নানা সূক্ষ্ম ও জটিল কারণে অনেক সময়েই ধামাধরা চেলা-বাদে পরিণত হয়। এইখানে আত্মমনস্ক সুভাষ এ-যুগের নেতাদের মধ্যে ছিল অদ্বিতীয় - স্বামী বিবেকানন্দের একমাত্র বাণীবাহ ও উত্তরাধিকারী যিনি বলেছিলেন জলদনির্ঘোষে (ভাববার কথা- বর্তমান সমস্যা।):

"দেখিতেছ না যে সত্ত্বগুণের ধুয়া ধরিয়া ধীরে ধীরে দেশ তমোগুণসমুদ্রে ডুবিয়া গেল! যেথায় মহাজড়বুদ্ধি পরাবিদ্যানুরাগের ছলনায় নিজ মূর্খতা আচ্ছাদিত করিতে চাহে, যেথায় জন্মালস বৈরাগ্যের আবরণ নিজের অকর্মন্যতার উপর নিক্ষেপ করিতে চাহে; যেথায় ক্রূরকর্মী তপস্যাদির ভান করিয়া নিষ্ঠুরতাকেও ধর্ম করিয়া তুলে; যেথায় নিজের সামর্থ্যহীনতার উপর দৃষ্টি কাহারও নাই - কেবল অপরের উপর সমস্ত দোষারোপ: বিদ্যা কেবল কতিপয় পুস্তক কণ্ঠস্থে, প্রতিভা চর্বিত চর্বণে, এবং সর্বোপরি, গৌরব কেবল পিতৃপুরুষের নাম কীর্তনে - সে দেশ তমোগুণে দিন দিন ডুবিতেছে তাহার কি প্রমাণান্তর চাই?" কিংবা তাঁর আর-একটি বাণী যা সুভাষ প্রায়ই উদ্ধৃত করত: 'Worship your Guru, but do not obey him blindly; love him heart and soul but think for yourself. No blind belief can save you.' (Inspired Talks, পৃ. ১৬৪)

এর পাশাপাশি উদ্ধৃত করি ১৩২১ সালে চব্বিশ বৎসরের যুবক সুভাষের অকুতোভয় 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত'- ডাক :

'আমি আপনাদের আহ্বান করিতেছি বাংলার আনন্দ-উৎসবের মধ্যে নয়, সুখ-ঐশ্বর্যের মধ্যে নয়, বিত্তবানের শান্তির মধ্যে নয় : আমি আপনাদের আহ্বান করিতেছি - দুঃখ দারিদ্র্য নির্যাতনের মধ্যে, অভাব, অজ্ঞানতা, অবসাদের মধ্যে; অশান্তি, অবিচার, অনাচারের মধ্যে - সবার উপরে, মনুষ্যত্বের পদে পদে লাঞ্ছনার মধ্যে।'

এ কি সত্যি রাজনৈতিক নেতার বাণী, না ভারতের আত্মার। মানি, সুভাষ বিবেকানন্দের আত্মার আত্মীয় তথা পতাকাবাহী হয়েও কার্যক্ষেত্রে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে নি। আমি এজন্যে একসময়ে যে একটুও আক্ষেপ বোধ করি নি তা নয়, কিন্তু বিশেষ করে সুভাষের আই. এন. এ. সৈন্যদল গঠন করার পরে আমার মনে হয়েছে যে হয়তো এইই ছিল ওর স্বধর্ম, কে বলতে পারে? বলে না- 'ক্যা জানে কৌন ভেখসে নারায়ণ মিল্ জায়।' শ্রীঅরবিন্দের কাছে শুনেছিলাম যে একটা মহত্তর আলো যখন মানুষকে নিয়ন্ত্রিত করে তখন সে চলে খানিকটা অদৃশ্য দেবতার হাতের খেলার পুতুল হয়ে - খানিকটা যেন মুগ্ধাবেশে। ভারতের বিপ্লবীদের মধ্যে প্রথম দিকে এইভাবেই প্রাণ দিতে ছুটেছিলেন বহু মহাপ্রাণ আত্মবলীদানব্রতী। তাঁদের মধ্যে কারো কারো কাছেও শুনেছি যে অগ্নিযুগে যখন তাঁরা 'আগে চল্ আগে চল্ ভাই'-এর বহ্নিবাঁশরির ঘরছাড়া ডাক শুনে উধাও হতেন তখন সত্যিই তাঁরা জানতেন না কোথায় চলেছেন কিসের টানে কোন্ সিদ্ধির পথে। শুধু জানতেন - বাঁশি যে শোনে তার উধাও না হয়েই উপায় নেই। সুভাষ যখন সাতসমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে ইম্ফালে হানা দেয় তখন চমকে উঠে এই কথাই মনে হয়েছিল যে ও সর্ববিধ বাধার বাঁধ ভেঙে বীর্যের বন্যাবেগে এভাবে অচিন দুরভিসারে ছুটেছিল শুধু এইজন্যেই যে দেশমাতৃকার মধ্যে ও চাক্ষুষ করেছিল জগন্মাতার মহিমময়ী মূর্তি। নইলে কি ও "দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার" লঙ্ঘন ক'রে "রাত্রিনিশীথে" ভারত থেকে কাবুল, কাবুল থেকে বার্লিন, বার্লিন থেকে ইতালি, ইতালি থেকে মালয়, জাপান বর্মা হয়ে শেষে মণিপুরে হানা দিতে পারত ব্রিটিশসিংহকে ভয়ে কাঁপিয়ে তুলে? মনে হয় ওকে দিয়ে একটা মস্ত ভাগ্যের ও শৌর্যের আদর্শ আমাদের ঘুমন্ত চোখের সামনে ধরতে চেয়েই বিধাতা ওকে গড়েছিলেন জন্ম-অশান্ত ক'রে। ও যদি গড়পড়তা রাজনৈতিক হত তা হলে ওর স্বধর্ম কী সে-বিষয়ে সহজেই একটা কাটাছাঁটা সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যেত। কিন্তু যে-মানুষ মোহিতলাল মজুমদারের ভাষায় - 'কেবল একটা ব্যক্তি নয়, কোনো একটা প্রচারক মাত্র নয় - যাহার সমগ্র জীবন দেহ মন আত্মা একটা অখণ্ড সত্যের পূর্ণাঙ্গ অভিব্যক্তি'- তার স্বধর্ম স্বভাবস্বরূপ সম্বন্ধে সংজ্ঞানির্ণয় সুসাধ্য নয়।

একথা অকুতোভয়েই বলা যায় যে তবু সুভাষ যে বহু দুঃখবরণ করে পদে পদে হাজারো বাধাবিঘ্নের সঙ্গে সংগ্রাম করে ওর নিয়তিনির্দিষ্ট সত্যসন্ধানে ছুটেছিল প্রাণকে পর্যন্ত বাজি রেখে তার মূলে ছিল ওর অন্তরের এই আলোক-প্রত্যয় যে ওর আন্তরিকতা ছিল নির্ভেজাল।

তাই তো ওর একটি অতি প্রিয় মন্ত্র ছিল শেক্সপিয়রের:

To thine own self be true
And it must follow as the night the day:
Thou canst not then be false to any man.

এ আমার কল্পনামাত্র নয়। সুভাষও ঠিক এই কথাই লিখেছিল ওর পূর্বোদ্ধৃত মান্দালয়ের পত্রের শেষে:

'আমি একথা মানি যে, আমাদের প্রত্যেকেরই নিজের ক্ষমতার পূর্ণ বিকাশ করবার চেষ্টা পেতে হবে। নিজের মধ্যে যা সর্বোৎকৃষ্ট, তার দানই হচ্ছে প্রকৃত সেবা। আমাদের অন্তরপ্রকৃতি, আমাদের স্বধর্ম যখন সার্থকতা লাভকরে, তখনই আমরা যথার্থ সেবার অধিকারী হই। এমার্সনের কথায় বলতে গেলে, নিজের ভিতর থেকেই আমাদের গ'ড়ে উঠতে হবে; তাতে আমরা সকলেই যে এক পথের পথিক হব এমন কোনো কথা নেই, যদি একই আদর্শ হয়তো আমাদের অনুপ্রাণিত করবে। শিল্পীর সাধনা কর্মযোগীর সাধনা থেকে ভিন্ন, তপস্বীর যে সাধনা বিদ্যার্থীর সে সাধনা নয়; কিন্তু আমার মনে হয় সবাইকার আদর্শ প্রায় একই। গোলাকার ব্যক্তিকে চতুষ্কোণ গর্তের মধ্যে পুরতে আর যেই চাক-না-কেন, আমি কখনোই চাই নে। নিজের প্রতি সত্য হলে বিশ্বমানবের প্রতি কেউ অসত্য হতে পারে না। তাই আত্মোন্নতি ও আত্মবিকাশের পথ নিজের প্রকৃতিই দেখিয়ে দেবে। প্রত্যেক ব্যক্তি যদি নিজের শক্তি ও প্রকৃতি অনুসারে নিজেকে সার্থক করে তুলতে পারে, তা হলে অচিরেই সমগ্র জাতির মধ্যে নব-জীবনের স্ফুরণ হয়। সাধনার অবস্থায় হয়তো মানুষকে এমন ভাবে জীবন যাপন করতে হয় যাতে তাকে বাহিরে থেকে স্বার্থপর বা আত্মসর্বস্ব মনে হতে পারে। কিন্তু সে-অবস্থাতে মানুষ বিবেকবুদ্ধির দ্বারা চালিত হবে, বাহিরের লোকের মতামতের দ্বারা নয়। সাধনার ফল যখন প্রকাশিত হবে তখনই লোকে স্থায়ী বিচার করবে; সুতরাং আত্মবিকাশের সত্যপথ যদি অবলম্বন করা হয়ে থাকে, তাহলে লোকমত উপেক্ষা করা যেতে পারে। অতএব' দেখা যাচ্ছে যে, তোমার সঙ্গে আমার মতের যে বিশেষ পার্থক্য আছে, তা নয়।'

এই আত্মবিকাশের চিন্তা যার কাছে সত্য, তার ভয় কোথায়? নিজেকে যে ফাঁকি দেয় না সে কি কখনো অপরকে ফাঁকি দিতে পারে? আমাদের এ-তামসিক দেশের আবহাওয়ায় সুভাষ এসেছিল যেন জাগৃতির নিত্যসিদ্ধ পুরোহিত হয়ে। ওর সঙ্গে ১৯৩৭ সালে আমার একটি দীর্ঘ কথালাপের বিবৃতি আমি দিয়েছি The Subhash I Knew বইটিতে। তার শেষের অংশটুকু থেকে একটি

উদ্ধৃতির সংক্ষিপ্তসার দিয়ে এ-তর্পণের সমাপ্তি টানি -গঙ্গা পূজা হোক গঙ্গাজলে: *

সুভাষ বলল: "জেলে আমি অনেক কিছুই শিখেছি দিলীপ, বিশেষ ক'রে আমার নিজের সম্বন্ধে। কারণ তুমিও নিশ্চয়ই জানো যে বাইরের জগতের দুয়ার রুদ্ধ হলে আমাদের অন্তরে একটা নতুন জগতের দুয়ার খুলে যায়। কিন্তু তুমি নির্জনবাস বরণ করেছিলে স্বেচ্ছায়- আশ্রমে, আমাকে বরণ করতে হয়েছিল অনিচ্ছায়- জেলে। কাজেই আমাকে পদে পদে লড়তে হয়েছে এই বাধ্য হয়ে বিজনবাসী হওয়ার জন্যে। কিন্তু তা হলেও এই পথেই আমার নিয়তির বিধানে ভগবৎ-বশ্যতার [resignation] মন্ত্রীদীক্ষা হয়, আমি শিখি - দীনতা কাকে বলে। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, বাইরে থেকে দেখলে এ-বশ্যতাকে দুঃখময় মনে হলেও কার্যত আমি খুব বেশি লাভ করি - নিজেকে এই দুঃখের আলোয় আবিষ্কার ক'রে। তুমি খানিক আগে বলেছিলে - তুমি আত্মসমর্পণ কাকে বলে জানতে পেরেছ অনেক দুঃখ পেয়ে তবে। আমি বলতে পারি না সে কথা। তবে আমার ক্ষেত্রে হয়তো প্রশ্নটাই ওঠে না, যেহেতু আমাকে চিরদিন লড়তে হয়েছে আমার মধ্যেকার এক আন্তর বিদ্রোহের সঙ্গে - যে আমাকে কখনো দুদণ্ডও স্বস্তি দেয় নি। তাই তো আমি জেলে আসতে-না-আসতে প্রতিবারই অসুখে পড়েছি - স্বাস্থ্যরক্ষার বহু চেষ্টা সত্ত্বেও। কিন্তু উপায় কী? আমি অশান্ত হয়ে উঠতাম জেলে আসতে-না-আসতে - সময় যে ব'য়ে যায় - বলত মন, আর ব্যথায় পড়তাম আমি মুহ্যমান হ'য়ে।'

সুভাষ চিন্তিত মুখে বলে চলে: 'আমার স্বাস্থ্য ক্রমশই ভেঙে পড়তে চায়। কিন্তু আমি করি কী? আমার তো এমন কোনো গুরু নেই যে আমাকে পথের নির্দেশ দেবে। অগত্যা আমি নিজেকে নিরীক্ষা করতে শুরু করলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে যেন নতুন ক'রে আবিষ্কার করলাম যে পথচলায় সব চেয়ে বড়ো দিশারী হচ্ছে বাইরে অপরের সম্বন্ধে তিতিক্ষা - charity, আর অন্তরে বিনম্রতার সাধনা - humility। এরা উভয়ে আমার যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল যে অপরকে রুক্ষ হয়ে বিচারের নাম অবিচার কেননা আমরা সবাই কমবেশি অন্ধ ও অজ্ঞান-কাজেই দুর্বল ও অসহায়। কিন্তু সেইসঙ্গে আমি আরো একটা আশ্চর্য আবিষ্কার করলাম: যে আমরা যে দুর্বল এটা খতিয়ে উপলব্ধি করতে-না-করতে বল এসে যায়।

'প্রতি উপলব্ধির সঙ্গেই আসে পরিবর্তন। আমার মধ্যে এই পরিবর্তনের পরে আমি কৃতসংকল্প হলাম যে আমাকে সব আগে নিজের কাছে খাঁটি হতে হবে, 'to thine own self be true' মন্ত্র জপ করে। এর মানে কী! না, আমি নিজের প্রতি কাজকে তেমনি ভাবে ওজন ক'রে ক'রে দেখব যেমন ভাবে দেখি আর সবার কাজকে। সঙ্গে সঙ্গে আমি দেখতে পেলাম যে আমার প্রতিদ্বন্দ্বীদের সম্বন্ধে শুধু যে আমাকে সহিষ্ণু - lenient- হতে হবে তাই নয়, তাদেরকে ভালোবাসতে হবে।'

সুভাষ থেমে ঈষৎ করুণ হেসে বলে চলল : 'তোমাকে আশা করি বলতে হবে না যে আমি হাড়ে হাড়ে জানতাম যে কর্তব্য কী তার দিশা পাওয়া আর সে-কর্তব্য পালন করা এক জিনিস নয় - ঠিক যেমন কোনো কিছু কামনা করা আর তাকে হাতে পাওয়া এক জিনিস নয়।... আমার কৈশোরে আমি পড়েছিলাম বুদ্ধের বিখ্যাত বাণী যে সবাইকে তেমনি ভালোবাসতে হবে যেমন বাসে যা তার একটি মাত্র সন্তানকে। বেশ মনে আছে - যখন এ-কথা প্রথম পড়ি তখন আনন্দে আমি যেন হাওয়ায় উঠে চলতাম - মাটিতে পা পড়ে না অবস্থা। কিন্তু হ'লে হবে কী, সংসারকে যতই দেখতে বুঝতে চিনতে শিখি ঠিক কি সেই অনুপাতেই ভালোবাসবার শক্তি আসে ক'মে - মানে অবশ্য যে-ভালোবাসার কথা বুদ্ধ বলেছিলেন।'

সুভাষের মুখে ফের আত্মমনস্ক হাসি ফুটে ওঠে : 'কিন্তু দিলীপ, জীবনের সঙ্গে পরিচয় গভীর হতে-না-হতে আমরা পদে পদেই ঠেকে শিখি না কি যে, কোনো বড়ো উপলব্ধির পথই কুসুমাবৃত নয়। তুমি গুরুবাদের পথ বেছে নিয়েছিলে। আমি অকপটেই স্বীকার করছি যে অনেকদিন ধরেই আমার মনের সংশয় কাটে নি - তুমি ঠিক পথে চলছ না ভুল। কিন্তু আট বৎসর বাদে তোমার সঙ্গে দেখা হতে-না-হতে আমার সব সংশয় কেটে গেছে। গাছকে যদি তার ফল দিয়ে বিচার করতে হয় - (আর এর চেয়ে গভীর বিচার আর কীই বা হতে পারে?) - তা হলে কিছুতেই বলা চলে না যে তুমি আলেয়ার পিছনে ছুটেছিলে। পথচলায় আমি যদি সহিষ্ণু ও তিতিক্ষাশীল হতে শিখে থাকি তা হলে তুমি কী শিখেছ - বলব খোলাখুলি। আচ্ছা শোনো।'

একটু থেমে সুভাষ বলে চলল ফের একটানা : 'সেদিন অনেক রাত অবধি তুমি আমার কাছে না রেখেঢেকেই বললে তোমার নানা অগ্নিপরীক্ষার কথা, দোলার কথা, দুর্বলতার কথা। আমি খুব মন দিয়েই শুনছিলাম - কি যে দেখছিলাম - ওজন করছিলাম তোমার প্রতি কথার নিহিতার্থ। তুমি ঘটা করেই বললে তোমার নানা সংশয়ের কথা; নিরাশার কথা - এমন-কি তোমার নানা প্রবর্ধমান অবিশ্বাসের- Cynicism-এর- কথাও তুমি বললে খোলাখুলিই। কিন্তু একটিবারও তুমি তোমার গুরু কি ইষ্টের সম্বন্ধে এমন কোনো কথা বলো নি যাকে বলতে পারি disloyalty: তাই তুমি যতই বলো-না-কেন, আমাকে তুমি একটুও বিশ্বাস করাতে পারো নি যে তুমি বিশ্বাসে প্রত্যয়ে দেউলে - একটিবারও তুমি আক্ষেপ করো নি সংসারে নানা ভাবে সফল হবার সুযোগ ছেড়ে দিয়েছিলে ব'লে। এর পরে আমি কেমন করে তোমার নিজের সম্বন্ধে এ-রায়ে বিশ্বাস করি বলো যে তুমি স্বভাবে সন্দিগ্ধ- sceptic। না, তোমাকে বেশি বিব্রত করতে চাই না - অন্য প্রসঙ্গ পাড়ছি এখুনি - কেবল একটা কথা বলি। কিছুদিন আগে কোথায় পড়েছিলাম কবি য়েট্স্-এর একটি চমৎকার উক্তি: যে, ভগবান মানুষকে অনেক কিছুই বর দিতে পারেন বটে, কিন্তু মানুষ তাঁকে দিতে পারে একটি মাত্র উপহার: বিশ্বাস। আমি অত্যন্ত মুগ্ধ হয়েছিলাম কথাটি পড়ে, আর সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়েছিল যে খৃস্ট সাধারণ মানুষকে - Scribes ও Pharisee-দেরকে বিশ্বাসে দীন ব'লে দেগে দিয়ে তাদের পরে একটুও অবিচার করেননি। এ যুগের মানুষ সম্বন্ধে কি তার ভর্তসনা আরো বেশি খাটে না? এক কথায় সংসারে সবচেয়ে বড়ো পাথেয় হল বিশ্বাস। তাই দিলীপ, আমার মনে সময়ে সময়ে প্রশ্ন জাগে আমি আমার প্রতিপক্ষকে সত্যি সত্যি ভালোবাসতে পারব এ-বিশ্বাস আমার সত্যি আছে তো? কিন্তু-"ব'লে ও ফের একটু থেমে বলল-"যে-পথেই চলি-না-কেন হার না মেনে শেষ পর্যন্ত চলা কঠিন না হয়েই পারে না। নয় কি?"

সুভাষের একটি অত্যন্ত প্রিয় বই ছিল নিবেদিতার The Master As I saw Him. বিলেতে সে প্রায়ই উদ্ধৃত করত এ-বইটিতে স্বামীজির নানা মতামত। এদের মধ্যে একটি উক্তি ছিল ওর বিশেষ প্রিয়। নিবেদিতা লিখেছেন:

To the Swami it was only natural to say in answer to an enquirer. "Had I lived in Palestine, in the days of Jesus of Nazareth, I would have washed His feet, not with my tears but with my heart's blood.' (পৃ. ২৮৭)

এর পরেও সুভাষকে 'চিরন্তনের তীর্থযাত্রী' উপাধি দিলে কি খুব ভুল হবে?

মাঘ ১৩৬৫

*বলা বাহুল্য এ-অনুলিপি তার মুখের কথার হুবহু প্রতিচ্ছবি নয়- তা ছাড়া আমার নিজের ভাষায় বলা। তবে এ বিষয়ে সে নানা সময়ে নানাভাবেই ফুটিয়ে তুলত তার নানা স্বপ্ন ঘন্য সত্যজিজ্ঞাসা। তাই ভাষা আমার হলেও বক্তব্যটুকু তারই একথা বলতে পারি অকুতোভয়েই।

... All my life I have been the servent of India. Until the last hour of my life I shall remain one. My allegiance and loyalty have ever been and will ever be to India alone, no matter in which part of the world in which I may live...

-Netaji

জয়শ্রী

প্রতিষ্ঠাত্রী-সম্পাদিকা । লীলা রায়

EDITOR: BIJOY NAG
C 53 PANCHASAYAR, P.O.PANCHASAYAR, KOLKATA 700094

editorial@jayasreepatrika.net | jayasreepatrikaonline@gmail.com | tech@jayasreepatrika.net

WWW.JAYASREEPATRIKA.NET